উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা

মডিউল C2

আয়োজক

UNITED NATIONS APCICT-ESCAP

ICT DIVISION FUTURE IS HERE

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

DoICT

bwit BANGLADESH WOMEN IN TECHNOLOGY

BIID LEADING THROUGH INNOVATION

মূল বিষয়বস্তু

মডিউল C 2

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা

ফাহিম হুসাইন

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র

UNITED NATIONS
APCICT-ESCAP

উইমেন এন্ড ICT ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ (WIFI)- মূল বিষয়বস্তু

এই কাজটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত হয়। লাইসেন্স এর কপি দেখুন: *http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*.

এই প্রকাশনায় উল্লিখিত মতামত, পরিসংখ্যান এবং অনুমান লেখকগণের দায়িত্ব, এটিকে জাতিসংঘের অনুমোদনের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
এই প্রকাশনার মধ্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির ডিজাইন বা উপস্থাপনা কোনও দেশ, শহর বা এলাকার কর্তৃপক্ষের আইনি অবস্থা, বা তার সীমানা সীমিতকরণ বিষয়ে সম্পর্কিত জাতিসংঘের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে কোনো মতামত প্রকাশ করে না।

এখানে উল্লেখিত বিভিন্ন ফার্ম এবং বাণিজ্যিক পণ্যগুলোর নাম জাতিসংঘের অনুমোদিত বোঝানো হয় নি।

যোগাযোগ ঃ
ফোকাল পয়েন্ট, WIFI প্রোগ্রাম
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
বি সি সি ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ০২-৯১২৪৬২৬
ই-মেইল ঃbcc@bcc.net.bd
ওয়েব ঃwww.bcc.net.bd

Copyright © UN-APCICT/ESCAP 2016
বাংলা অনুবাদ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি)

মুখবন্ধ

ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে নারী উদ্যোক্তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বেশীর ভাগ নারী উদ্যোক্তাই উদ্ভাবক এবং জীবনের শিক্ষা থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সংকল্পবদ্ধ। তাদের সাফল্যের পরিধি গৃহস্থালী সংঞ্চয় বৃদ্ধি, শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিনিয়োগ থেকে শুরু করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জিডিপি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

যদিও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে জেন্ডার ব্যবধান কমিয়ে এনেছে কিন্তু এখনও নারীরা পুরুষদের তুলনায় শ্রমশক্তি, নিম্নমজুরী ও বিপদজনক কাজে নিয়োজিত রয়েছে অথবা আর্থিক খাতে পুরুষের তুলনায় তাদের অংশগ্রহণের সুবিধা কম।

যদিও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে। তবুও নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে।

বিশ্বব্যাপী একটি টেক্সই উন্নয়নের ব্লু প্রিন্ট হচ্ছে এজেন্ডা ২০৩০, যা আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জেন্ডার বৈষম্য সামান্য পরিবর্তীত হলেও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপলব্ধি করা আরও চ্যালেঞ্জিং হবে। ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্যতা মোকাবেলায় আমাদের দারিদ্র ও বৈষম্যের শিকড় উৎপাটন করতে হবে এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এটিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সাহায্যে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তি একটি মূল্যবান মাধ্যম। কিন্তু এখনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহারের অক্ষমতার কারণে অনেক অসুবিধার শিক্ষার হয়। এই ডিজিটাল বৈষম্যটি দূর করার জন্য এশিয়ান আন্ত প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট (APCICT)। 'নারী ও তথ্য প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার উদ্যোগ' (WIFI) তৈরি করেছে যেন নারীর ব্যবসায়িক উদ্যোগকে মৌলিক ব্যবসায়িক জ্ঞান, আইসিটি দক্ষতা এবং অনলাইন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। এই কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে একটি নীতি নির্ধারণী পরিবেশকে প্রচার করে যা নারীর অগ্রগতির পথে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধা গুলো মোকাবেলা করবে।

WIFI মডিউলগুলো এই প্রস্তাবকে প্রতিফলিত করে যে, আইসিটি দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা সম্পর্কিত জ্ঞান উভয়ই জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নারীকে সুসংহতকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। WIFI সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধাসহ একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

Hyeun-Suk Rhee
Director
UN-APCICT/ESCAP

মডিউল সম্পর্কে

এই মডিউলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো উদ্যোক্তাদের মাঝে উদ্যোক্তা বিষয়ক মূল ধারণাগুলি আলোচনা করা। এটি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নারী উদ্যোক্তা, নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোক্তার সম্পর্ক। উদ্যোক্তাদের বাঁধাসমূহ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (ICT) নারী উদ্যোক্তার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউলটির ৩টি বিভাগ রয়েছে, যেখানে মূল ধারণাগুলি বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অনেক বাস্তব উদাহরণ এবং কেস স্ট্যাডি রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের শেষে একটি অনুশীলন রয়েছে।

প্রশিক্ষকের জন্য নোট ঃ প্রতিটি মডিউল আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের স্থানীয় কোন ব্যক্তি/বিষয়কে ট্রেনিং উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পরামর্শ দেওয়া।

প্রশিক্ষন গ্রহণের ফলাফল

মডিউল সম্পন্ন করার পর একজন প্রশিক্ষণার্থী যা বলতে পারবে ঃ

১.কিভাবে উদ্যোক্তা নারীর ক্ষমতায়ন করতে পারে।
২.নারী উদ্যোক্তার জন্য বাধাসমূহ এবং অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটি-র ভূমিকা সম্পর্কে জানবে।

নির্দিষ্ট অংশগ্রহনকারী

এই মডিউলটির প্রশিক্ষণার্থী, বিদ্যমান ও উচ্চাকাঙ্খী নারী উদ্যোক্তা, নীতিমালা প্রণয়নকারী, সরকারী কর্মকর্তা, কমিউনিটি উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সময়কাল

৬ ঘন্টা / ১ প্রশিক্ষণ দিন।

কৃতজ্ঞতা

যারা এই মডিউল তৈরীতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা মুল্যবান তথ্য দিয়ে মডিউলটিকে পরিপূর্ণতা দান করেছে তাদেরকে UN-APCICT এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (PIID) এবং ক্যারিয়ার এক্সিকিউটিভ সার্ভিস বোর্ড (CESB) ফিলিপাইন-কে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাহিম হুসেন, মারিয়া জুয়ানিতা আর, ম্যাকপাগাল, উষা রানী, ওয়ামুলু রেড্ডি, সাত্তরি কোকো ওকাডা এবং শ্রীনিবাসন যারা প্রকৃত পক্ষে আকৃতি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন। BIID ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কে বাংলায় অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মডিউল সম্পাদনা করার জন্য আমরা ক্রিষ্টিন আপিকুলকেও ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা.....৬
১.ভূমিকা ঃ.....১০
২. নারীর ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা ঃ.....১১
২.১. উদ্যোক্তা কি ?.....১১
২.৩ বর্তমান নারী উদ্যোক্তা কে ?.....১২
২.৪ কিভাবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারেন ?.....১৫
২.৪.১ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা ঃ.....১৫
২.৪.২ নারী উদ্যোক্তা এবং সমাজ ঃ.....১৬
কেস স্ট্যাডি - ১ ঃ উদ্যোক্তার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন.....১৭
২.৪.৩ নেতৃত্ব উন্নয়ন ঃ.....১৯
৩. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাঁধা ও সুযোগ সমূহ ঃ.....২১
৩.১ সামাজিক- সাংস্কৃতিক উপাদান.....২১
৩.১.১ বাঁধাসমূহ.....২১
৩.১.২ অনুকূল পরিবেশ.....২২
৩.২ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ.....২২
৩.২.১ বাঁধাসমূহ.....২২
৩.২.২ অনুকূল পরিবেশ.....২৩
সরকারি কৌশলের মধ্যে সমন্বয় ঃ.....২৪
৩.৩ অর্থ ও ঋণ.....২৫
৩.৩.১ বাঁধাসমূহ.....২৫
৩.৩.২ অনুকূল পরিবেশ.....২৬
৩.৪ দক্ষতা উন্নয়ন.....২৯
৩.৪.১ বাঁধাসমূহ ঃ.....২৯
৩.৪.২ অনুকূল পরিবেশ.....২৯
৪. নারী উদ্যোক্তার জন্য আইসিটি.....৩২
ক্রাউড ফান্ডিং (ব্যাপক বিনিয়োগ).....৩৫

৪.১.২ ব্যবসায়িক যোগাযোগে আইসিটির ব্যবহার.....৩৫
৪.১.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য আইসিটি.....৩৬
৪.২ আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ.....৩৬
৪.৩ আইসিটিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাঁধা সমূহ.....৩৭
৪.৩.১ শিক্ষার অভাব.....৩৭
৪.৩.২ আইসিটি শিক্ষা অর্জনে বাঁধা সমূহ.....৩৭
৪.৩.৩ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অভাব.....৩৭
৪.৩.৪ বিভিন্ন ধরনের আইসিটির ব্যবহার.....৩৮
৪.৩.৫ অনলাইন / অফলাইন ঝুঁকি.....৩৯
একটিভিটি শীট.....৪০
৪.৪ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আইসিটির অনুকূল পরিবেশ.....৪২
৪.৪.১ মানুষের ভূমিকা.....৪২
৪.৪.২ আইসিটি ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ স্থান.....৪২
৪.৪.৩ সহায়ক নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ ঃ.....৪৩
৪.৪.৪ অপার সম্ভাবনাময় এবং নতুনত্ব.....৪৩
৫. সারসংক্ষেপ.....৪৫

কেস স্টাডি এর তালিকা

কেস স্ট্যাডি - **১** ঃ উদ্যোক্তার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন **১৭**
কেস স্ট্যাডি - ২ ঃ সকল বাঁধা অতিক্রম করে একজন সফল উদ্যোক্তা.....২৭
কেস স্ট্যাডি - ৩ ঃ আইসিটির মাধ্যমে দ্রুত অর্থসংস্থান.....৩৩

চিত্র-**১** ঃ নারীদের জন্য বয়স, গোষ্ঠী ও অঞ্চল ভিত্তিক উদ্যোক্তার হার **১৪**

শব্দ চিহ্ন গুলির তালিকা

APCICT - উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

C1- ওয়াইফাই মূল বিষয় - মডিউল C1: নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি এবং তথ্য প্রযুক্তি

C2- ওয়াইফাই মূল বিষয় - মডিউল C2: নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা

ESCAP- জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন

FAO- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (জাতিসংঘ)

জিডিপি(GDP) - গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট

জিএসএমএ(GSMA)- গ্লোবাল এসোসিয়েশন অফ মোবাইল অপারেটর

আইসিটি(ICT)- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আইটিইউ(ITU)- ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন

এমডিজি(MDG)- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

পিএসআই(PSI)- আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সেবা

এসডিজি(SDG)-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

এসএমএস(SMS)- সংক্ষিপ্ত বার্তা

এসটিইএম(STEM)- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত

ইউএন(UN)- জাতিসংঘ

ইউএনডিপি(UNDP)- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

ইউনেস্কে(UNESCO)- জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

W1- WIFI নারী উদ্যোক্তাদের পথ নির্দেশনা - মডিউল W1: আইসিটি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিকল্পনা

W2- WIFI নারী উদ্যোক্তাদের পথ নির্দেশনা - মডিউল W2: আইসিটি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা

ওয়াইফাই(WIFI)– উইমেন এন্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ

১.ভূমিকা ঃ

এই মডিউলটি উদ্যোক্তা বিষয়ক, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছ।

- আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নারী উদ্যোক্তাদের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- উদ্যোক্তা এবং নারীর ক্ষমতায়ন এর সাথে সম্পর্ক নিয়ে ব্যাখা করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তারা কি কি বাঁধার সম্মুখীন হন তা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা গঠনে আইসিটির ভূমিকা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মডিউলটি তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমানে বিশ্বের বাস্তব উদাহরণ নিয়ে আলোচনা, কেস স্ট্যাডি এবং অনুশীলন।

সেকশন ২ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উদ্যোক্তাদের পরিসংখ্যান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সমাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তা এবং ক্ষমতায়নের সর্বাত্বক ও সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়ছে।

সেকশন ৩ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও প্রধান প্রধান বাঁধা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক সাস্কৃতিক অবস্থা, নীতি নির্ধারক, অর্থসংস্থান বিষয়ে উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সেকশন ৪ উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা এবং প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তার আইসিটি ব্যবহারে বাঁধা বিশেষ করে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রবেশাধিকার, এপ্লিকেশন ডিজাইন, জেন্ডার এবং অনলাইন অফলাইন এ আইসিটির ব্যবহার নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আলোচনা শেষে আইসিটির বাঁধাসমূহ, নীতিমালা এবং প্রধান সুযোগ সমূহ নিয়ে পুনঃ আলোচনা করা হয়েছে।

২. নারীর ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা ঃ

সেকশন ২ এ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা এবং সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার ফলাফল ঃ কিভাবে উদ্যোক্তা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১. উদ্যোক্তা কি ?

উদ্যোক্তা হচ্ছে একটি সমষ্টিগত ধারণা যা দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে একটি লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা। উদ্যোক্তা বড় বড় ঝুঁকি মোকাবিলা করে সেই সাথে বিরাট সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ, নতুন ও পুরাতন ধারণা থেকে পরিকল্পনা তৈরী করে থাকে যা আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়। যেকোন দেশের বা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, প্রান্তিক ক্ষমতায়ন, ব্যক্তি এবং সমাজ উন্নয়নে উদ্যোক্তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।[১]

সফল উদ্যোক্তাতে উন্নীত করার জন্য স্থান, সাংগঠনিক কাঠামো, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আর্থিক এবং পেশাদারী অবকাঠামো প্রয়োজন। একটি উদ্যোক্তা বান্ধব পরিবেশে কিছু সমমনা ব্যবসায়ী থাকতে পারে, যারা অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করবে। ব্যবসায়িক উন্নয়নে সমন্বিত ভাবে অর্থনীতি, আইনি সহায়তা, বাজার কৌশল প্রণয়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উৎপাদন এবং বিপনন বিষয়ক কজে একে অপরকে সহায়তা করবে।

২.২ উদ্যোক্তা কে ?

একজন উদ্যোক্তা পরিবর্তনের এজেন্ট। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি নতুন ধারণা তৈরী বা আবিষ্কার করেন অথবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি নতুন সংগঠন তৈরী করে। একটি উদ্যোক্তার মূল বৈশিষ্ট্য ঃ উদ্যোগ গ্রহণ, পণ্যের মান তৈরী, নতুন সম্ভাবনা উদ্ভাবন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি অনুমান করা।

1 Paula Fernandes, "Entrepreneurship Defined: What It Means to Be an Entrepreneur", Business News Daily, 2 March 2016. Available from http://www.businessnewsdaily.com/7275-entrepreneurship-defined.html#sthash.dYfV19nf.dpuf ; BusinessDictionary.com, "Entrepreneurship". Available from http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship. html#ixzz453QVKxG9; Russell S. Sobel, "Entrepreneurship", in The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty (2007). Available from http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html; and Pinchot University, "What is Entrepreneurship". Available from http://pinchot.edu/what-is-entrepreneurship/.

একজন সফল উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত গুণাবলী ঃ[২]

- কৌতুহল এবং সৃজনশীলতা
- আত্মবিশ্বাস
- নেতৃত্ব
- ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা / সাহস
- কার্যকরী যোগাযোগ দক্ষতা
- সহযোগিতা এবং সহযোগিতার উৎসাহ
- সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ
- উদ্ভাবনী মানসিকতা
- প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সংকল্পবদ্ধ

এই ধরনের গুণাবলী একজন উদ্যোক্তাকে তার কর্মজীবনে চলার সময় তার পেশার যে কোন পর্যায়ে সহায়তা করতে পারে। একটি বৈশ্বিক উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণকারী দলের রিপোর্ট অনুযায়ী উদ্যোক্তারা তাদের বিভিন্ন স্তরের ব্যবসা চক্র (যেমন- ধারণা, প্রারম্ভ, বৃদ্ধি, পরবর্তী পর্যায়) অথবা বিভিন্ন প্রকার সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা কার্যক্রম (উচ্চ বৃদ্ধি, উদ্ভাবন) অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

উপরন্তু বৈশ্বিক উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষকগণ বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তাকে (মহিলা এবং পুরুষ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে শ্রেণীভূক্ত করেছেন।

বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা নিরীক্ষণের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড় কৃষি খাতের ভিত্তিতে দেশ সমূহকে বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনীতি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যে সব দেশের অর্থনীতি উচ্চ উৎপাদনশীল, উন্নত শিল্পখাত এবং শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান সেই সব অর্থনীতিকে দক্ষতা চালিত অর্থনীতি বলা হয়। এবং যেসব দেশ জনসংখ্যায় সৃমদ্ধশালী, উন্নত সেবা খাত এবং উদ্ভাবনী শিল্প খাত সমৃদ্ধ সেই সব দেশের অর্থনীতিকে উদ্ভাবনী চালিত অর্থনীতি হিসেবে তুলে ধরা হয়। [3]

২.৩ বর্তমান নারী উদ্যোক্তা কে ?

সারা পৃথিবীতে সমসাময়িক নারী উদ্যোক্তগণ অভিজ্ঞ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। একদিকে তারা যেমন সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়। অন্যদিকে নারী উদ্যোক্তারা প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রশংসার দাবীদার। প্রাথমিক ভাবে নারী উদ্যোক্তাদের জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[২]Russell S. Sobel, "Entrepreneurship", in The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty (2007). Available from http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html.

[৩] Donna Kelley and others, Special Report: Women's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). Available from http://gemconsortium.org/report/49281.

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল দেশে মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৪] উদাহরণস্বরূপ সাব সাহারান উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় পুরুষের চেয়ে মহিলা উদ্যোক্তার অনুপাত বেশী। বিশ্বব্যাপী নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় জেন্ডার সমতা হয়ে উঠেছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামের নারীদের পুরুষদের তুলনায় প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের হার বেশী।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের উপর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের এক তৃতীয়াংশ নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বেশীর ভাগ নারী উদ্যোক্তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের সাথে জড়িত। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বেশীর ভাগ নারীরা নিম্নমূল্যের কর্মসংস্থান ভিত্তিক উদ্যোক্তার সাথে জড়িত যাতে অপেক্ষাকৃত কম বাঁধা থাকলেও এর সেবা প্রতিযোগীতামূলক। তাদের শিল্পের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ও মৌলিক চাহিদা অন্তর্ভূক্ত। উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন উদ্যোক্তা অঞ্চলের চাইতে এ অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তারা অপেক্ষাকৃত কম প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রে কম লাভ এবং ব্যর্থতার আশঙ্কায় নারী উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি বা প্রসার করতে চায় না।[৫]

বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা বলছে যে সব নারী উদ্যোক্তা তদের কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে তারা অন্যান্য পেশাদারী কাজের সুযোগের অভাবে তাদের পরিবারকে সহযোগীতা করার জন্য কিংবা হতাশাকে দূর করার জন্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠে।[৬]

বিশ্বব্যাপী দেখা গেছে যে প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের বয়স ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। ফিগার ১- এ দেখা যায় এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ গুলোর মধ্যে শিল্পোন্নত/ উদ্ভাবন চালিত অর্থনীতি (যেমন- তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর) এবং উন্নয়নশীল / দক্ষতা চালিত অর্থনীতি (যেমন- চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম)। সামাজিক প্রত্যাশা এবং নীতিমালা নারীদের সক্রিয় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এশিয়ার দুই উন্নত অর্থনীতির দেশ জাপান ও কোরিয়ায় নিম্নতম পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরের যুব নারী উদ্যোক্তা রয়েছে।

একটি শিক্ষিত, উপযুক্ত দক্ষতা এবং উদ্ভাবনীমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতামূলক এবং উৎপাদনশীলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত মহাদেশগুলোতে অউদ্যোক্তাদের চাইতে উদ্যোক্তারা উচ্চশিক্ষিত।[৭] বিদ্যমান শিক্ষাগত বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের মৌলিক এবং বিশেষ শিক্ষার (যেমন- আর্থিক এবং আইসিটি স্বাক্ষরতা) পথ সীমাবদ্ধ করে এবং এ কারণে তাদের ব্যবসার সুযোগ সীমিত হয়।

[৪] Ibid.
[5] Ibid; and ESCAP, Fostering women's entrepreneurship in ASEAN: Transforming prospects, transforming societies (Bangkok, 2016).
[6] Donna Kelley and others, Special Report: Women's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). Available from http://gemconsortium.org/report/49281.
[7] Ibid.

চিত্র-১ নারীদের জন্য বয়স, গোষ্ঠী ও অঞ্চল ভিত্তিক উদ্যোক্তার হার

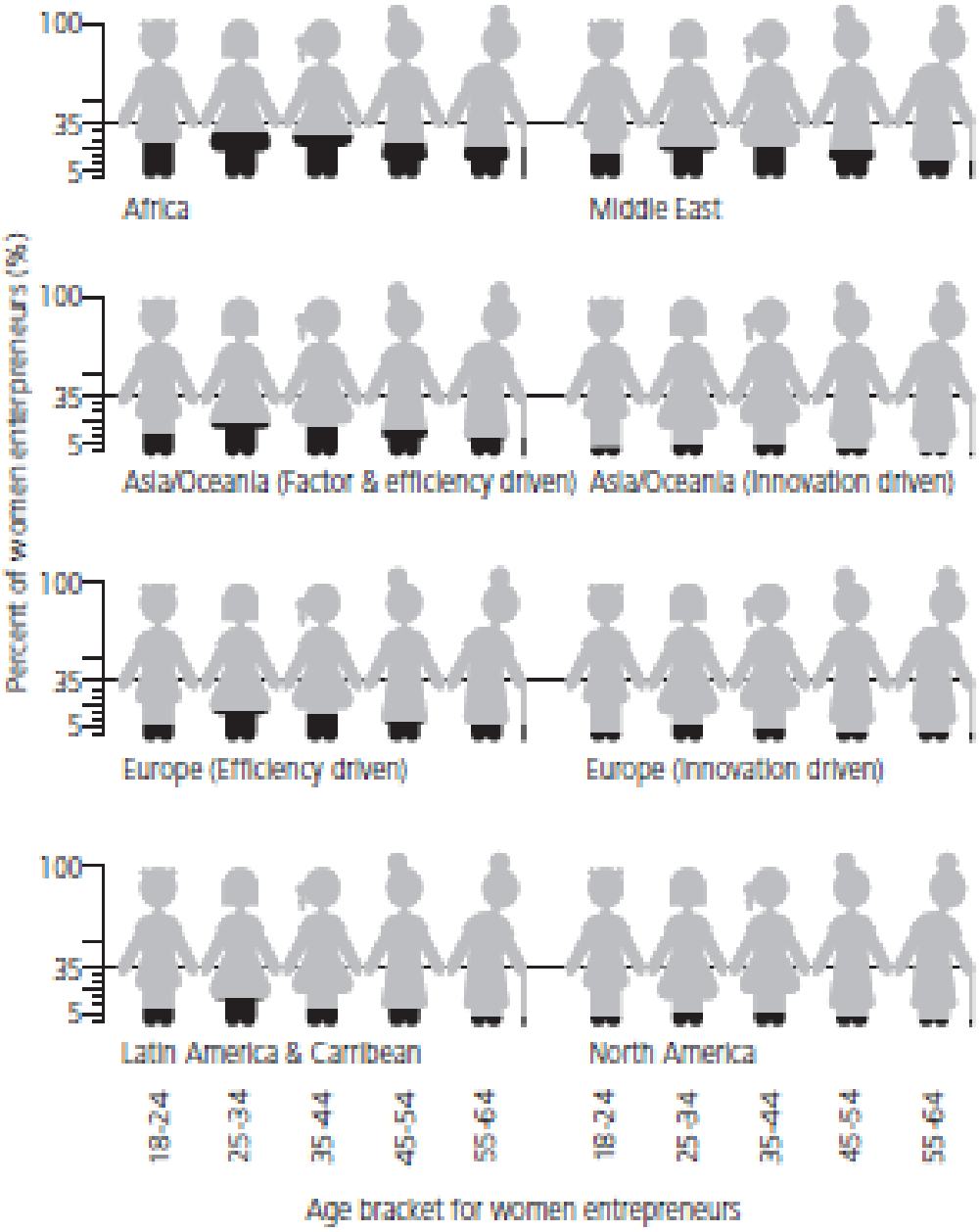

Based from: Donna Kelley and others, Special Report: Woman's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015), Figure 12, p. 30. Available from http://gemconsortium.org/report/49281.

গোল্ডম্যান স্যাশের একটি গবেষণায় দেখা যায়, "শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে বিক্রয় এবং কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আত্ন-বিশ্বাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতা শক্তিশালী হয়।" এছাড়া শিক্ষা উদ্যোক্তাদের মধ্যে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে। বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার মতে বিশ্বের মহিলা ও পুরুষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের।[৮]

পেশাদার অংশীদারিত্ব বিষয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ উদ্যোক্তাই তাদের ব্যবসার একমাত্র মালিক। গবেষণায় দেখা গেছে এশিয়া এবং আফ্রিকার নারী উদ্যোক্তারা যৌথ মালিকানার চাইতে একক মালিকানা বেশী পছন্দ করেন। যৌথ মালিকানায় একটি জটিল সমস্যা হতে পারে, যেমন- অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আইনগতভাবে নারীরা একক ব্যবসার মালিকানা হতে পারে না, তাই পুরুষদের সাথে অংশীদারিত্বে যেতে হয়।

অনুশীলন-

আপনার সহকর্মী বা নিজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখুন ঃ

- আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্যোক্তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি ?
- নারী উদ্যোক্তা আছে কি ?
- নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্যোগ এবং ব্যবসার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?
- নারী উদ্যোক্তারা কোন খাতে প্রাথমিক ভাবে ব্যবসা শুরু করে ?
- কোন খাতে বেশীরভাগ উদ্যোক্তা ব্যবসা শুরু করে (ধারণা, শুরু করা, বৃদ্ধি বা পরবর্তী পর্যায়)।
- বয়স, শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমি অনুযায়ী আপনি কি স্থানীয় মহিলা উদ্যোক্তাদের একাধিক দলে শ্রেণীভূক্ত করতে পারেন ?

২.৪ কিভাবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারেন ?

সফল নারী উদ্যোক্তা একটি দেশ বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিচের সাব সেকশনে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৪.১ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা ঃ

দারিদ্রতা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মুল চালিকা শক্তি হলো নারীর ক্ষমতায়ন প্রসার। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষদের প্রতি ডলারে ৩০ থেকে ৪০ সেন্টের বিপরীতে নারীরা প্রতি ডলারে ৯০ সেন্ট বিনিয়োগ করে তাদের পরিবারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মত গঠনমূলক কর্মকান্ডে।[৯] বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান এবং

[8] Donna Kelley and others, Special Report: Women's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). Available from http://gemconsortium.org/report/49281.
[9] Jackie VanderBrug, "The Global Rise of Women Entrepreneurs", Capital Acumen, Issue 25.

উদ্যোক্তা কার্যক্রম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। অতএব, নারীদের ক্ষমতায়ন করা খুবই প্রয়োজন কেননা বিশ্ব জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেই হলো নারী, তাই তাদেরকে পেশাগত কর্মজীবনের বিকল্প হিসেবে উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সৃজনশীলভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।[১০]

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা উদ্যোক্তার বহুমুখী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। একটি ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রাথমিক সহায়তা ছাড়াও ক্রমাগত সমর্থন পাওয়া একটি অপরিহার্য অংশ।

উদাহরণ ঃ পেরুর আদিবাসীরা অর্থনৈতিক সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। প্রাথমিক ভাবে তারা ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের উপর তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু ২০১০ সালে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ অর্জন তহবিল এর সহায়তায় একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় উদ্যোক্তারা তাদের হস্তশিল্পগুলি গুণগত মানসম্পন্ন এবং বাজারজাতের ব্যবস্থা করে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো নারী উদ্যোক্তা। এই উদ্যোগটি সরকার কর্তৃক সমর্থিত ছিল এবং এর ফলে স্থানীয় সম্প্রদায় লাভবান হয়।[১১]

২.৪.২ নারী উদ্যোক্তা এবং সমাজ ঃ

উদ্যোক্তা নারীদেরকে তাদের সমাজে অবদান রাখতে সহায়তা করতে পারে। এটি তাদের সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে সেই সাথে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতা প্রদান করে। বিশ্বব্যাপী নারী উদ্যোক্তা এবং ভোক্তা সমভাবে বিনিয়োগের জন্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ে পরিচিত, তারা তাদের পরিবারকে সহায়তা করে, সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে সমাজ থেকে অনেক সুবিধা পায়। গবেষণায় দেখা যায় যে নারীর জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষমতায়নের অন্যান্য স্তরের পথ তৈরী করে।

যে সমাজে মহিলারা অবহেলিত সে সব সমাজে নারীদের নতুন কিছু করার বা নতুন ব্যবসা শুরু করার অসাধারণ সম্ভাবনার সূত্র হতে পারে। উদ্যোক্তা নারীকে সমাজে তার উদ্ভাবনী মূলক শক্তি এবং অঙ্গিকারকে উৎসাহ দিতে শুরু করে এবং অবশেষে তারা নিজের পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেস স্ট্যাডি - ১ মাহান্দা মৈত্রী একটি নারী উদ্যোক্তার জীবন গল্প থেকে তুলে ধরা হলো।

[10] Donna Kelley and others, Special Report: Women's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). Available from http://gemconsortium.org/report/49281.

[11] United Nations Industrial Development Organization, "Empowering Women: Fostering Entrepreneurship", undated. Available from https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Brochure_low_resolution.pdf.

কেস স্ট্যাডি - ১ ঃ উদ্যোক্তার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন [১২]

মাহান্দা মৈত্রী নারীদের জন্য বাস্তব মডেল। তিনি উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে তার জীবনের পরিবর্তন এনেছেন। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বেলগাঁও জেলার কাপালাগুদি গ্রামে কয়েক বছর ধরে তিনি সেলাইয়ের ব্যবসা চালাচ্ছেন।

শোষনের গল্প

মাহান্দা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দুঃখজনক শিকার হয়েছিল (ঈশ্বরের দাস)। প্রাথমিকভাবে দরিদ্র পরিবারের খুব অল্প বয়সী মেয়েদের উপাসনার কাজে মন্দিরে নিয়োগ করা হয় এবং তাদের বিয়ে করতে বা অন্য কোথাও কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। যদিও আশির দশকে প্রথাটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে ছিল, তবু সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা এই সব কমবয়সী মেয়েরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতো। এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকেই দেবদাসীদের যৌনকর্মী মনে করতো এবং তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার হতো।

মাহান্দাকে তার চাচা দেবদাসী হিসাবে নিয়োগ করেছিল, সে পরবর্তীতে তাকে যৌন ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে। সে গর্ভবতী হওয়ার পর পতিতালয় থেকে মুক্তি পেল। সমাজে তার পুনঃ অবস্থান বা বসবাস খুব সহজ ছিল না, সে তার নিজের পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

একটি নতুন সুযোগ তৈরীতে অনুপ্রেরণা

তার মেয়েকে নিজের মতো দেবদাসী না হতে উৎসাহিত করার জন্য সে "মহিলা অভিরুদ্ধী মাথথু সংরক্ষণ সামস্থি সমিতি" (MASS) প্রতিষ্ঠিত করেন যা কর্ণাটকের বেলগাঁও এর দেবদাসীদের সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মিলাপ এর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

নতুন করে শুরু

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সে তার সেলাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করেন। মিলাপের হোপ প্রকল্পের অধীনে তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের আবেদন করেন, আর ৩ টি সেলাই মেশিন ক্রয় এবং আরও ৩ জন প্রাক্তন দেবদাসীকে ঋণ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি একটি প্রশিক্ষন কর্মসূচী চালু করেন যেখানে প্রাক্তন দেবদাসীরা নামমাত্র মাসিক ফি প্রদান করে সেলাই শিখত। ব্যবসার চার বছরের বেশী সময় পার না হতেই তিনি একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হন এবং এখন বর্তমানে তিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাক্তি যিনি অন্যদের জন্য কর্মসস্থানের সুযোগ তৈরী করেছেন এবং সেলাই ব্যবসায় আগ্রহী মহিলাদের প্রশিক্ষন দিয়েছেন।

[12] Josceline Anne Mascarenhas, "How 3 women entrepreneurs from rural India are creating opportunities for others", Your Story , 7 March 2015. Available from http://yourstory.com/2015/03/rural-india-women-entrepreneurs/; and Josceline Anne Mascarenhas, "Devadasis To Entrepreneurs: A Journey No One Will Forget", Milaap , 11 July 2014. Available from http:// blog.milaap.org/a-ray-of-hope/.

সাধারণত নারী উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসার ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে ইউরোপের ৫৩ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তা তাদের উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন, সামাজিক সমস্যা ও কিছু সম্প্রদায়গত চ্যালেঞ্জ সমাধান করেছেন। অনেক নারী তাদের সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হন তারা তাদের বিভিন্ন অধিকার, সুযোগ এবং সম্পদে প্রবেশাধিকার পান না। তিনি এই ধরনের অস্বীকৃতির কারণে কিছু কিছু নারীদের সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তারা তাদের সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেছেন।[১৩]

এই ভাবে অনেক জায়গায় নারীরা তাদের পণ্য বা সেবাগুলির সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি সংযুক্ত করে তাদের ব্যবসা প্রতিযোগীতামূলক করে তুলেছে। একটি ফোর্বস গবেষণায় দেখা যায় যে কোন পণ্যের বিপনন বা প্রচার দ্বারা যেমন গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তেমনি গ্রাহক সন্তুষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী নারী উদ্যোক্তা গবেষণার মতে নারীরা অর্থনৈতিক উদ্যোগের পরিবর্তে ১.১৭ গুণ বেশী সামাজিক উদ্যোগ তৈরী করে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিক উদ্যোগের চেয়ে ১.২৩ গুণ বেশী পরিবেশ গত উদ্যোগ তৈরী করে।[১৪]

উদাহরণ ঃ

কেনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তা জমিলা আব্বাসের এম-ফার্মের মাধ্যমে গ্রামীন কৃষকরা দেশের প্রধান প্রধান বাজারে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য জানতে পারে। এই উদ্যোগটি একটি সম্প্রদায়ের টেকসই ও সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করেছে।

আশোকা ফাউন্ডেশন এর এম ফার্ম এর রিপোর্ট অনুযায়ী "এম ফার্মের মাধ্যমে একই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষককে একত্রিত করে বৃহত্তর আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের যৌথ ভাবে কৃষি পণ্য বাজারজাতের ব্যবস্থা করে। এম ফার্ম কৃষকদের সুলভ মূল্যে সার, বীজ এবং কৃষি বিষয়ক পণ্য প্রাপ্তির জন্য সরবরাহকারীদের সাথে সংযুক্ত করে। এম ফার্ম এই ভাবে কৃষক, পাইকারি ক্রেতা এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহকারীদের সংযুক্ত করেছে যারা পুরো কেনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এম ফার্ম একটি ভূ মানচিত্র তৈরী করেছে যা দৃশ্যমান ভাবে বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদান করে এবং ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সাথে সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করে।[১৫]

---

[13] ESADE, "53% of female entrepreneurs undertake projects that can have a social impact", 2 March 2015. Available from http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/news/viewelement/309946/1/53-of-female-entrepreneurs-undertake projects-that-can-have-a-social-impact; and Tamara Pupic, "Women entrepreneurs choose social impact over profit, study reveals", Arabian Business , 29 February 2016. Available from http://www.arabianbusiness.com/women-entrepreneurs-choose-social-impact-over-profit-study-reveals-623197.html.

[14] Geri Stengel, "Women Entrepreneurs Fuel Social Change and Economic Growth", Forbes, 3 February 2016. Available from http://www.forbes.com/sites/geristengel/2016/02/03/women-entrepreneurs-fuel-social-change-and-economic-growth/#1d6d27370e8c.

[15] Ashoka, Social Innovation Mapping: Social Entrepreneurs Changing Lives Through ICT (2014). Available from https://www. ashoka.org/files/ICT-Based-Social-Impact_09-2014-report.pdf.

জমিলার আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ কৃষকদের দালারদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কৃষককে লাভবান করেছে এবং সেই সাথে কৌশলগত ভাবে উদ্যোক্তা সুযোগের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করেছে। ২০১২ সালে জামিলার মূল্যবান সামাজিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এম ফার্মের মাধ্যমে কৃষকরা শতকরা ১০০ ভাগ লাভবান হন।

২.৪.৩ নেতৃত্ব উন্নয়ন ঃ

উদ্যোক্তা নারীকে সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। মাঝে মাঝে নারীরা তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার পিছনের প্রেরণাগুলি পুরুষদের চেয়ে ভিন্নতর হয়।[১৬] অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কর্পোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) এর নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী "নারীরা পুরুষের তুলনায় পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের উদ্যোগ শুরু করে। এই কারণে নারী তার কাজ ও পরিবার এর মধ্যে সমন্বয় করে নিজেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলে।"[১৭]

কিন্তু এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি ভিন্ন। অনেক নারী বেঁচে থাকার জন্য অথবা পরিবারকে নুন্যতম সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্যোক্তা হয়ে উঠে।[১৮] উপরন্তু ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কর্মকান্ডকে চলমান রাখার জন্য এবং সামাজিক প্রত্যাশা নারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে কাজ করে। OECD রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নারীদের উদ্যোগ হওয়ার হার অর্থনীতেতে বেশ চ্যালেঞ্জিং। সেখানে বেঁচে থাকার পাশাপাশি উন্নতি লাভ করার জন্য নারীরা তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনীমূলক ধারনা তৈরী করে।[১৯]

নারী উদ্যোক্তারা নিজের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে পরিচালনার জন্য সহযোগী নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণকারীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে একক মালিকাণাধীন ব্যবসা পরিচালনায় পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ৬২ ভাগ আর নারীদের সংখ্যা ৬৮ শতাংশ।

অফ্রিকা এবং দ্রুত উন্নয়নশীল এশিয়া অঞ্চলে আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখতে পাই। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে নারী উদ্যোক্তারা তিন বা তার অধিক অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তোলে।[২০]

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বেশীর ভাগ অঞ্চলে সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে আইনি কারণে নারীর একক মালিকানার চেয়ে সহমালিকানা বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

---

[16] Mario Piacentini, "Women Entrepreneurs in the OECD: Key Evidence and Policy Challenges", OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 147, 23 July 2013. Available from http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ women-entrepreneurs-in-the-oecd_5k43bvtkmb8v-en;jsessionid=6ibahbo85ugeu.x-oecd-live-03.

[17] OECD, Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries (2014). Available from http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_ Oct_2014.pdf

[18] ESCAP, Fostering women's entrepreneurship in ASEAN: Transforming prospects, transforming societies (Bangkok, 2016).

[19] Ibid.

[20] Donna Kelley and others, Special Report: Women's Entrepreneurship (Global Entrepreneurship Monitor, 2015). Available from http://gemconsortium.org/report/49281.

নারী উদ্যোক্তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নিজস্ব ক্ষমতায়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে তবে যদি নারী উদ্যোক্তাদের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি খাত, রপ্তানি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতার বিকাশ, নেটওয়ার্ক স্থাপন, উদ্যোক্তা শিক্ষা ও আইসিটির ব্যবহার প্রভৃতি নিশ্চিত করা যায় তাহলে তারা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরবর্তী অংশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রধান বাঁধা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অনুশীলন ঃ

আপনার সহকর্মী বা নিজেই নিম্নলিকিত বিষয়গুলি দেখুন ঃ

- নারীদের জন্য সর্বশেষ গ্লোবাল উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণকারীর রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার দেশ কিভাবে কাজ করছে। সর্বশেষ রিপোর্টের জন্য আপনি- http://www.gemconsartium.org/এই ওয়েব সাইটটি ভ্রমন করতে পারেন।
- আপনার দেশে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাধা ও সুবিধা গুলি কি কি ?

নিজেকে পরীক্ষা করুন ঃ

- ক্ষমতায়ন কি ?
- উদ্যোক্তা কি ?
- উদ্যোক্তা কিভাবে নারীকে ক্ষমতায়নে সহায়তা করে ?

মূল বার্তা ঃ

- উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জনের জন্য একটি ব্যবসা তৈরী,পরিচালনা করার ক্ষমতা এবং সম্মতির একটি সমষ্টিগত ধারণা। এটি ঝুঁকি, সুযোগ সন্ধান, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি নতুন কিছু উদ্ভাবন করে আর্থিক ও সামাজিক ভাবে লাভবান করে।
- উন্নয়নশীল বিশ্বের আগত উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের এক-তৃতীয়াংশ নারী উদ্যোক্তারা পরিচালনা করে।
- নারী উদ্যোক্তার কারণে নারী উদ্যোক্তা এবং তাদের পরিবার আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হয় তেমনি দেশের জনসংখ্যার মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- উদ্যোক্তা নারীকে সামাজিক বাধা মোকাবিলার জন্য সক্রিয় করে তোলে এবং যেকোন বৈষম্যের বিরূদ্ধে সম্মিলিত ভাবে সোচ্চার করে তোলে।

৩. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাঁধা ও সুযোগ সমূহ ঃ

এই অংশে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধান বাঁধা ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত সেই সাথে নীতিমালা নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, অর্থসংস্থান এবং ক্ষমতা বিকাশের অন্তর্ভুক্ত ।

শিক্ষার ফলাফল
নারী উদ্যোক্তার বাধা এবং অনুকূল পরিবেশ সর্ম্পকে জানতে পারবে ।

৩.১ সামাজিক- সাংস্কৃতিক উপাদান

৩.১.১ বাঁধাসমূহ

প্রতিকুল সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান

ঐতিহ্যগত ভাবে নারীরা মূল গৃহকর্তা এবং তাদের ভূমিকা গৃহে সীমিত। নারীরা মনে করে তারা গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তানের দেখাশোনার জন্য দায়বদ্ধ। এই ধ্যান ধারণার কারণে উদ্যোক্তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নারীর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

সরকারি ভাবে নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার জন্য সরকারি নীতিমালা ও সুবিধা সম্পর্কে সঠিকভাবে যোগাযোগ করা হয় না। একারণে কিছু কিছু জায়গায় নারী উদ্যোক্তারা সামাজিক ও আইনি বাঁধার সম্মুখীন হয়।

- নেটওয়ার্ক (যেমন- পেশাগত, কারিগরি এবং সামাজিক)
- তথ্য (যেমন- আর্থিক নীতিমালা, সাম্প্রতিক বাজার তথ্য)
- অর্থ (যেমন- ঋণ বা বিনিয়োগ, ট্যাক্স ছাড়)
- প্রশিক্ষণ
- গতিশীলতা।

উদাহরণ

আফগানিস্থানে পুরুষ শাসিত সমাজের কারণে নারী উদ্যোক্তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। এমনকি সরকারী সহায়তা, নীতিমালা প্রণয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিরাপত্তার অভাবে বিনিয়োগ হ্রাস ও ব্যবসার মুনাফা কম হয়।[২১]

[21] Petra Dunne, "Hope for Afghanistan's Women Entrepreneurs?" The Asia Foundation, 7 August 2013. Available from http:// asiafoundation.org/in-asia/2013/08/07/hope-for-afghanistans-women-entrepreneurs/.

৩.১.২ অনুকূল পরিবেশ

অঞ্চল এবং দেশ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিটি অঞ্চলের নিজিস্ব সুবিধা এবং নারী উদ্যোক্তার জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কোন দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় যার ফলে তাদের সরকারী সহায়তার প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ

বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা গ্রামীন নারীদের তথ্য উদ্যোক্তা বা ইনফোলেডি হিসেবে কাজ করার জন্য সহায়তা ও উৎসাহিত করছে। তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক সেবা প্রদান করছে। আজ ইনফোলেডির সেবা সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে যা তাদের সেবাকে প্রসারিত এবং বৈচিত্র্যময় করতে সাহায্য করছে, যার ফলে তারা ভাল আয় করছে। গুণগত মান সম্পন্ন তথ্যের অভাব, অপেক্ষাকৃত দূর্বল আইসিটি অবকাঠামোর পাশাপাশি ইনফোলেডির সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করে যে এই প্রকল্পটি সফল।[২২]

অনুশীলন

আপনার সহকর্মী অথবা আপনি নিজে নিজের বিষয়গুলি দেখুন ঃ

- আপনার এলাকার নারী উদ্যোক্তার প্রধান সামাজিক বাঁধাসমূহ কি কি ? আমরা যা আলোচনা করলাম ঠিক সেই রকম নাকি অন্য রকম ?
- নারী উদ্যোক্তার জন্য অনুকূল বিষয় গুলি কি কি ? সেগুলি কি আলোচ্য বিষয়ের মতই নাকি অন্য রকম ?

৩.২ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ

৩.২.১ বাঁধাসমূহ

অনুকূল নীতিমালা প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশের অভাব

সাধারণত সরকার কর্তৃক গৃহিত জেন্ডার বিষয়ক উদ্যোগ ও নীতিমালাগুলো সঠিক সমন্বয়হীনতার অভাবে বাস্তবতার সাথে বিচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। যদিও কিছু উদ্যোক্তার নীতিমালা ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু সেখানে জেন্ডার সম্পর্কিত কোন প্রতিক্রিয়াশীল কর্মের উল্লেখ নাই। সঙ্গতিহীন নীতিমালা বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় মালিকানা রেজিষ্ট্রেশন এবং করের জন্য নিবন্ধন করা সহ আরও অন্যান্য কাজে সরকারী সহায়তা প্রয়োজন বিশেষ করে উদীয়মান এবং দক্ষতা চালিত

[22] Infolady. Available from http://infolady.com.bd/.

অর্থনীতিকে চলমান রাখার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগীতার অভাবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নকারীগণ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সর্বদাই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়, এবং জেন্ডার সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলি বেশীরভাগই সক্রিয়।

উদাহরণ ঃ

- চীন ও মালয়েশিয়ার নারী উদ্যোক্তাদের মতে, জাতীয় নীতিমালা এবং সরকারের গৃহীত কৌশল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে নারী উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতির পরও জেন্ডার সম্পর্কিত কর্মসূচী গুলো সীমিত এবং অপরিকল্পিত। কিছু ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই নারী উদ্যোক্তার বিশেষ আগ্রহের কথা উল্লেখ করে না এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে না।[২৩]
- তাঞ্জানিয়ায় ১৯৯৯ সালের ভূমি আইন এবং গ্রাম ভূমি আইনে ভূমি অধিগ্রহণ, আটক, ব্যবহার ও হস্তান্তরে পরিষ্কার ভাবে নারীদের সমান অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে সরকারী নিয়মের পরিবর্তে সামাজিক নিয়মগুলি প্রয়োগ করা হয়, এই ভাবে উত্তরাধিকার থেকে নারীদের বৈষম্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী উত্তরাধিকার সূত্রে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে না, যদিও দেশের আইন তাকে সেই অধিকার দিয়েছে।[২৪]

৩.২.২ অনুকূল পরিবেশ

অগ্রাধিকার এবং নীতিমালার লক্ষ্য নির্ধারন

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য নীতি নির্ধারকদের জাতীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন কৌশল বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই সাথে নারীর অবস্থান, আইসিটি অববকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার উদারীকরণ করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জাতীয় উদ্যোক্তা নীতি ও পরিকল্পনা পদ্ধতিকে সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন।

উদাহরণ

ভিশন ২০২০ মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক নেতারা দেশের টেকসই ও সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারী উদ্যোক্তাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বপ্ন দেখে। এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১০ম মালয়েশিয়া ২০১১-২০১৫ বাস্তবায়িত হয়েছে, যা নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।[২৫]

---

[23] ESCAP, Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific, undated. Available from http://www.unescap.org/resources/enabling-entrepreneurship-womens-economic-empowerment-asia-and-pacific.

[24] Brief on Gender Issues in Tanzania: Stocktaking and Emerging Priorities, June 2011.

[25] United Nations Conference on Trade and Development, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance (New York and Geneva, 2012), p. 9. Available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf.

সরকারি কৌশলের মধ্যে সমন্বয় ঃ

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালার কার্যকারিতা নির্ভর করে মূলতঃ প্রস্তাবিত নীতিমালার বিভিন্ন স্তরের সমন্বয় এবং কৌশলগত উন্নয়ন অগ্রগতির উপর। প্রস্তাবিত নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সহযোগীতার প্রক্রিয়াগুলো স্থানান্তরিত করা খুবই কঠিন।

উদাহরণ

মরিশাসে জেন্ডার সমতা, শিশু উন্নয়ন ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের উদ্যোক্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে। এই মন্ত্রণালয় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করার জন্য জাতীয় মহিলা উদ্যোক্তা পরিষদ গঠন করেছে। এই পদক্ষেপ স্থানীয় নারী উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক ক্ষমতার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করেছে।[২৬]

চলমান মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ-

উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই দূরহ। নীতি নির্ধারক এবং বাস্তবায়নকারী গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে। বিশেষত একটি উদ্যোক্তা কর্মসূচীর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ সূচক অন্তর্ভূক্ত করা উচিত যেমন ষ্টার্টআপের মোট সংখ্যা এবং অর্জনের হার কত। অর্থনৈতিক সূচক যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মোট মূল্য সংযোজন পরিমাপ, দারিদ্র হ্রাস সম্পর্কিত সামাজিক কারণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের অবস্থা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য নির্যাতনমূলক তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

উদাহরণ ঃ

মালয়েশিয়া সরকার উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নতুন অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করছে। এই মডেলটি সক্রিয় ভাবে উদ্যোক্তা উদ্যোগের সূচনা, ব্যবসা পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং উদ্যোক্তাদের বহিরাগত সহযোগীতার উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করছে।[২৭]

অনুশীলন ঃ

আপনার সহকর্মী সহ অথবা আপনি নিজে নিচের বিষয়গুলি অনুসরণ করুন।

- আপনার দেশে নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে কি ?
- সেই নীতিমালা কি নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক নাকি সমকক্ষ? অথবা অন্য কোন রকম ?
- অফিসিয়াল বিধান এবং বাস্তব অনুশীলনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

[26] Ibid., p. 10.

[27] United Nations Conference on Trade and Development, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance (New York and Geneva, 2012), p. 12. Available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf.

৩.৩ অর্থ ও ঋণ

বিশ্বব্যাপী নারী উদ্যোক্তা, ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পুঁজি বিনিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩.৩.১ বাঁধাসমূহ

অর্থসংস্থান ও ঋণ প্রাপ্তিতে বাঁধা সমূহ

বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশে নারী উদ্যোক্তারা অর্থসংস্থান ও ঋণ প্রাপ্তিতে বহুবিধ বাঁধার সম্মুখীণ হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার চ্যালেঞ্জ এর ব্যাখ্য নিম্নে দেওয়া হলো।

ক. আইনি বাঁধা

গবেষণায় দেখা গেছে কিছু আইনি বাঁধা নারীদেরকে অর্থ ও ঋণ প্রাপ্তিরসুযোগ থেকে বিরত রাখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যের খাবার প্রয়োজন হয় যা নারী উদ্যোক্তার ব্যবসার আগ্রহ ও অংশীদারিত্বে মালিকানা ভাগাভাগির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহী ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে অন্যান্য সম্পদের প্রমানপত্র বন্ধকী দাবি করে।

উদাহরণ

ইন্দোনেশিয়ায় নারীদের অর্থ সংস্থানের জন্য একক মালিকানাসম্পত্তি মালিকানার উপর সীমাবদ্ধতা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। যদিও এই সংস্কারটি ইন্দোনেশিয়ার সকল প্রদেশে প্রয়োগ করা হয় না। এখনও কিছু নারীকে ঋণ আবেদন প্রক্রিয়ায়সহ স্বাক্ষর প্রদানের জন্য পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যের প্রয়োজন হয়।[২৮]

ভারতের সংবিধান পারিবারিক সম্পদে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু ESCAP এর নারী উদ্যোক্তা রিপোর্টে দেখা যায় পারিবারিক ব্যবসা ও মূল্যবান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে নারীদেরকে খুব কমই নির্বাচিত করা হয়। মাঝে মাঝে কোন ব্যবসার জন্য ঋণ স্বামী, পিতা বা ভাই এর নামে নিতে হয়।

খ. সীমিত আর্থিক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা

সাধারণত নারীদেরকে উদ্যোক্তা কার্যক্রম বা আর্থিক বিষয়গুলিতে খুবই নগণ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়, ঐতিহ্যগতভাবে মনে করা হয় যে নারীর দ্বারা উদ্যোক্তা বা আর্থিক কার্যক্রম সম্ভব নয়।

অনেক নীতিমালা এবং প্রারম্ভিক তহবিল বরাদ্দ জেন্ডার সংবেদশীল নয়, তাই নারী উদ্যোক্তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীকে সাথে নিয়ে উচ্চতর আর্থিক সংস্থাগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এই সুবিধা পেতে নারী উদ্যোক্তাকে পুরুষের তুলনায় বেশী পরিশ্রম করতে হয়।

[28] ESCAP, Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific, undated. Available from http://www.unescap.org/resources/enabling-entrepreneurship-womens-economic-empowerment-asia-and-pacific.

উদাহরণ

- পাকিস্তানে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি ও অর্থ সংস্থান বেশ কঠিন। বিশ্ব উদ্যোক্তা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা গেছে, পাকিস্তানে মোট নারী জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশের ব্যাংক হিসাব রয়েছে, মাত্র ২৬ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে এবং মাত্র ২ শতাংশ নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে।[২৯]
- নাইজেরিয়াতে নারী উদ্যোক্তা রিপোর্টে দেখা যায় তারা যে অর্থ সংস্থানের সুযোগ পায় তা ব্যবসায় বিনিয়োগের চাইতে পরিবারের প্রয়োজনেই (যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা) বেশী ব্যবহার করে।[৩০] অন্যদিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের গোত্রের কোন পুরুষ নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের সংঙ্গে অংশীদার হতে হয়।[৩১]

৩.৩.২ অনুকূল পরিবেশ

জনবান্ধব উদ্যোক্তা নীতি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো[৩২]

উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য সরকার নিম্নের কাজ গুলো করতে পারে।

- ব্যবসার জন্য একটি অনুকূল ব্যবসা আইন এবং নীতি মালা তৈরী।
- নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতা এড়োনোর জন্য প্রশাসনিক জটিলতা কমানো।
- নারী পুরুষ উভয় উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, মুল্যায়ন এবং পরামর্শ সেবাদানের ব্যবস্থা করা।

জনবান্ধব জেন্ডার নীতি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো

ESCAP এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশে নারী উদ্যোক্তা নিয়ে গবেষণা করে একটি জেন্ডার বান্ধবন্যায়সঙ্গত, ব্যবসা নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে।[৩৩]

- সরকারী আর্থিক কর্মসূচীগুলিতে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার বান্ধব বাজেট তৈরী, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী।
- জেন্ডার বান্ধব বাজেট পরিকল্পনা অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বিষয়ক প্রকল্প চালু এবং সেই প্রকল্পে যেন নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় সেজন্য মুল্যায়ন সমন্বয় করতে হবে।

---

[29] Global Entrepreneurship and Development Institute, "The Gender Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)", 2014. Available from http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/secure/en/Documents/Gender_GEDI_Executive_Report.pdf.

[30] Bolanle Deborah Motilewa, Olorunfemi Adebisi Onakoya and Adunola Oluremi Oke, "ICT and Gender Specific Challenges Faced by Female Entrepreneurs in Nigeria", International Journal of Business and Social Science, vol. 6, no. 3 (March 2015).

[31] Paula Fernandes, 6 Challenges Women Entrepreneurs Face (and How to Overcome Them)", Business News Daily, 10 May 2016. Available from http://www.businessnewsdaily.com/5268-women-entrepreneur-challenges.html.

[32] OECD, Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries (2014). Available from http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf.

[33] ESCAP, Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific, undated. Available from http://www.unescap.org/resources/enabling-entrepreneurship-womens-economic-empowerment-asia-and-pacific.

- ব্যবসা উন্নয়নের জন্য পুনঃবিনিয়োগ এর অর্থ নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে কাজের মূলধন, আধুনিকায়ন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- "ওয়ান স্টপ" ঋণ কেন্দ্র স্থাপন করুন যেখান থেকে ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও সহায়তা প্রদান করা হবে।
- নারী ঋণ আবেদনকারীদের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমঅধিকার এবং অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করুন।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা সমূহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন ঃ পোষ্ট অফিস, রেডিও, অনলাইন, পোষ্টাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নারীদেরকে সক্ষম করে গড়ে তুলুন।
- যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তাদের ঋন প্রদান করে সে সব প্রতিষ্ঠান কে স্বাভাবিকের চেয়ে কম কর পরিশোধের সুযোগ দিন।
- নারী উদ্যোক্তারা যাতে স্বাধীন ভাবে সহজে ঋন গ্রহণ করতে পারে সে জন্য যৌথ স্বাক্ষর ও অন্যান্য নিয়মাবলী শিথিল করুন।
- ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অলংকার বা অন্যান্য সম্পদ জামানত রাখার পরিবর্তে জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে উৎসাহিত করুন.

অনুশীলন

আপনার সাথী অথবা আপনি একা নিচের বিষয়গুলিকে অনুসরণ করুন ঃ

- আপনার দেশে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থ সংস্থান বা ঋণ গ্রহণে কোন আইনি বাঁধা রয়েছে কি ?
- ঋণ পাওয়ার জন্য তাদের কি কোন বিশেষ বিধান আছে? অথবা পুরো প্রক্রিয়াটি জেন্ডার নিরপেক্ষ/অসংরক্ষিত?
- নারী উদ্যোক্তাদের কোন নির্দিষ্ট যোগাযোগ /প্রচারণার মাধ্যম রয়েছে কি ? যা দ্বারা তাদের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় ?

কেস স্ট্যাডি-২

সকল বাঁধা অতিক্রম করে একজন সফল উদ্যোক্তা

লুনা সামসুদ্দোহা বাংলাদেশের একজন অগ্রণী আইসিটি উদ্যোক্তা, দোহাটেক নামক আইসিটি কোম্পানীর শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ১৯৯২ সালে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সে সময় সরকারী সহায়তা ছিল খুবই সামান্য।

দোহাটেকের পিছনে প্রেরণা

দেশে এবং বিদেশের বাজারে দোহাটেক সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং রিটেইল ব্যবস্থাপনাতে আইসিটি সেবা প্রদান করে। তার কোম্পানী বাংলাদেশ, কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের জন্য লুনা ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করছে। এই অঞ্চলের আইসিটি শিল্পের প্রাথমিক

পর্যায়ের উদ্যোক্তা। তিনি বিশ্ববাজারে আইসিটি শিল্পের ব্যাপক চাহিদা দেখেছেন। তিনি একটি উপযুক্ত ব্যবসায়িক মডেল তৈরী করেন এবং সেই অনুযায়ী তার কোম্পানীকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।

লুনাকে কিছু ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের বিরূদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। "বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বাধিক চ্যালেঞ্জ হলো, অর্থনীতিতে আমাদের নারীকে দূর্বল অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি একটি প্রতিযোগীতামূলক বাজার এবং প্রত্যেকেরই প্রতিযোগীতা করার সুযোগ থাকা উচিত। এখানে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, গৃহভিত্তিক হস্তশিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প নারীদের জন্য প্রযোজ্য যা আসলে প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এরকম ধ্যানধারনা নারীকে প্রথাগত গৃহভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে বেরিয়ে এসে মুল ধারার ব্যবসা গুলিতে যোগদানে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। তিনি আরও বলেন, "দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো বাংলাদেশে পুরুষ শাসিত সমাজ সর্বদাই নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নকে নিরুৎসাহিত করে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন অর্থ সংস্থানের জন্য বৃহৎ উদ্যোগ। এছাড়া প্রশিক্ষণ, হিসাব ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহন এবং নেটওর্য়াক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূণ।"

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঃ

লুনা বিশ্বব্যাপী আইসিটি কোম্পানীর সংগে কৌশলগত জোট তৈরীর মাধ্যমে সফলভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন। বর্তমানে দোহাদেক ইন্টেল, আই বি এম এবং মাইক্রোসফট গোল্ড পার্টনার। নেটওয়ার্কিং এর কারণে তিনি অনেক পেশাদারি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। তিনি আরও বলেন "২০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে আমার উপস্থিতি টিকিয়ে রেখেছি এবং নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছি, আমি বিশ্বাস করি এখান থেকে আমি পুরুষ্কৃত হবো। যখন আমি ব্যবসা শুরু করেছিলাম তখন আমাদের দেশে আইসিটি বাজার ছিল না। সবই ছিলো বিদেশী বাজার । আমি দেখেছি অবাধ অংশগ্রহণ খুবই গুরুতপূর্ণ বিষয় যার কারণে আমার প্রকৌশলীরা সর্বশেষ প্রযুক্তি অন্যরা যা প্রকাশ করে তা দেখার সুযোগ পেত।"

বর্তমানে লুনা বাংলাদেশ সরকারের সাথে নীতিমালা প্রণয়ন ও কৌশলগত বাস্তবায়ন এর কাজে পরামর্শ প্রদান করছে, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তিনি তার কাজের স্বীকৃতির জন্য অনেক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার জিতেছেন। তিনি বাংলাদেশে নারীদের প্রযুক্তি শিল্পে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নারী এবং প্রযুক্তি নামক একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

উচ্চাকাংখী নারী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "সর্বদা আপনি আপনার সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকবেন, সেখানেই আপনি আপনার সহকর্মীদের খুঁজে পাবেন, ঝুঁকি গ্রহণকারী নেতাদের সাথে একসাথে কাজ করলে আপনি প্রতিকূলতা কাটিয়ে সফল হতে পারবেন। কখনও সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকুন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন।"

Website : http://www.dohatec.com

৩.৪ দক্ষতা উন্নয়ন

৩.৪.১ বাঁধাসমূহ ঃ

কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতিতে নারী উদ্যোক্তারা উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাদারী অভিজ্ঞতা অর্জনে কম সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা বেরসকারী সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী গুলোতে জাতিগত এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়।

উদাহরণঃ ইন্দোনেশিয়াতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী চালু রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার জন্য বিভিন্ন প্রকার পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী চলমান।

এদেশে প্রারম্ভিক পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের মৌলিক নথি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা পরবর্তীতে তাদেরকে জটিল হিসাব সংরক্ষন ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৪]

৩.৪.২ অনুকূল পরিবেশ

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, কৌশল নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীরা তাদের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষতা ও কর্মযোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠবে (যেমন ঃ স্কুল এবং কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)।

সেই সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরী, গণিত এবং ব্যবসা শিক্ষার বিকাশ করতে হবে। সরকারী, বেসরকারী সহায়তাকারী এবং বিনিয়োগকারী উভয়কে নারী উদ্যোক্তাদের চাহিদাগুলি সনাক্ত করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপযুক্ত তথ্য সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক স্থাপনে সুযোগ দেওয়া উচিত।

উদাহরণ : নাইজেরিয়াতে নারীদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেন্টার অর্থায়ন করছে। এই কার্যক্রমটি স্থানীয় ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা (IFC) দ্বারা সমর্থিত। এই প্রোগ্রামের দ্বারা নাইজেরিয়ার নারী উদ্যোক্তারা IFC থেকে ঋণ সহায়তা পাচ্ছে এবং স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। আজ পর্যন্ত ৭০০ নারী উদ্যোক্তা এই কার্যক্রমের আওতায় এসেছে।[৩৫]

[34] ESCAP, Enabling Entrepreneurship for Women's Economic Empowerment in Asia and the Pacific, undated. Available from http://www.unescap.org/resources/enabling-entrepreneurship-womens-economic-empowerment-asia-and-pacific.

[35] United Nations Conference on Trade and Development, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance (New York and Geneva, 2012), p. 41. Available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf.http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf.

ন্যায়সঙ্গতি পাঠ্যক্রম তৈরী

শিক্ষার সুযোগ নারীকে তার পেশাগত জীবন উন্নত করতে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো দূর্বল পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে কারিগরী শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা একটি দূর্বল শিক্ষানীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। জেন্ডার বান্ধব, উদ্যোক্তা ভিত্তিক এবং সামগ্রিক ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- একটি দেশের শিক্ষানীতিতে অতি শোচনীয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা উচিত। বিশেষ করে নারীদের জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জেন্ডার বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।[৩৬]
- শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং উদ্যোক্তা বিষয়টিকে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অংশ হতে হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল করতে শিল্পএকাডেমী সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

উদাহরণ

জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) উন্নয়নশীল দেশ গুলোর জন্য উদ্যোক্তা পাঠ্যসূচী কার্যক্রম তৈরী করেছে যা মাধ্যমিক পর্যায়ের ছেলে এবং মেয়েদেরকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। ২০০১ সাল থেকে উগান্ডায় কার্যক্রমটি চালু করা হয়েছিল। কার্যক্রমের আওতায় সকল বিষয়ের সংমিশ্রণে শ্রেণীকক্ষ, শিল্প অংশগ্রহণ এবং বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। উগান্ডায় সফলতার পর কার্যক্রমটি তিমুর-লেস্টে, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা এবং তানজানিয়ার মোট ১৩৯৭টি স্কুলে ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে মোট ৪১৬০০০ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।[৩৭]

অনুশীলন

আপনি অথবা আপনার সহকর্মীসহ নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করুন ঃ

- আপনার দেশের সাধারন শিক্ষা পাঠ্যক্রমে "উদ্যোক্তা" বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছি কি?
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকার ছাড়া অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু আছে কি?

[36] International Labour Organization, The Enabling Environment For Women In Growth Enterprises In Mozambique: Assessment Report (2011). Available from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_seed/documents/ publication/wcms_184769.pdf.

[37] United Nations Industrial Development Organization, "Empowering Women: Fostering Entrepreneurship", undated. Available from https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Brochure_low_resolution.pdf.

নিজেকে পরীক্ষা করুন

নারী উদ্যোক্তাদের কি কি প্রতিবন্ধকতা ও অনুকূল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয় ?

- নীতিমালা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ কিভাবে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে।
- নারী উদ্যোক্তা অর্থসংস্থান ও ঋণ প্রাপ্তির জন্য কি কি বাঁধার মুখোমুখি হতে হয়।

মূলবার্তা

- যেকোন নারী উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য তার সমাজ সংস্কৃতি, নীতি নির্ধারণীব্যবস্থা এবং অর্থসংস্থানের সুযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- বাস্তবায়ন ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। সামাজিক রীতি, আর্থিকপ্রতিষ্ঠান এবং দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগকে আইনি ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।এই ধরনের সমন্বয়হীনতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বৈষম্য হতে পারে।

৪. নারী উদ্যোক্তার জন্য আইসিটি

ব্যবসা পরিচালনা এবং প্রতিযোগতিার জন্য আইসিটি একটি অপরিহার্য অংশ। ব্যবসায় সময় বাঁচাতে, দূরত্ব কমাতে, নতুন বাজার ও তথ্য সংগ্রহ, দূরবর্তী লোকের সাথে যোগাযোগ এবং লেনদেন খরচ কমাতে আইসিটির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইসিটি নারী উদ্যোক্তাদের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করে, যেমন- সময় সীমাবদ্ধতা (কারণ নারীর রয়েছে বহুবিধ ভূমিকা ও দায়িত্ব), সামাজিক কলহ, কম শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদি। এছাড়া অপ্রতুল্য আইসিটি ও দূর্বল অর্থসংস্থান, শিক্ষা, ক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন বাজারের তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার ফলাফল

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে।

অনুশীলন

আপনি নিজে অথবা আপনার সহকর্মীসহ নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করুন ঃ

- উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটি থেকে আপনার প্রত্যাশার তালিকা করুন।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটি'র প্রধান ভূমিকা কি হতে পারে।
- আপনার সরকার বা নিয়ন্ত্রক প্রতিনিধিরা কি আইসিটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে যৌনসম্পর্কহীনতার তথ্য সংগ্রহ করে।

৪.১ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তকারী প্লাটফর্ম হিসেবে আইসিটি

সাধারণ উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তারা আইসিটি প্লাটফর্ম ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ, ব্যবসা উন্নয়ন, অর্থসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উপকৃত হতে পারে। তাছাড়া অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে নারীরা তাদের ব্যবসাকে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারে।

অনুশীলন

আমরা দেখতে পাচ্ছি আইসিটি ব্যবহারকারী নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠিত করছে। উদাহরণস্বরূপ ফিলিপাইনের ছাড়ি-ছাড়ি দোকানের মালিক (তার পাশাপাশি অন্য দোকানগুলো) ব্যবসা উন্নত করতে আইসিটির ব্যবহার শুরু করেছে। ছাড়ি-ছাড়ি দোকানের মালিক একজন নারী তার ব্যবসার একটি ভিডিও দেখুন http://youtube.com/watch?v=LVBsX9Kaf6U এই ঠিকানায়, আর অভিজ্ঞতা গুলো কাজে লাগান। এখন আপনার ব্যবসাতে আইসিটিকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তা ভাবুন।

৪.১.১ আর্থিক সংস্থানে আইসিটি ব্যবহার

মোবাইল ব্যাংকিং

ক্ষুদ্র এবং মাঝারী উভয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের অর্থসংস্থানে আইসিটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসাতে জেন্ডার সম্পর্কিত অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অর্থসংস্থান একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে আইসিটি বেশ কিছুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির কারণে বেশ কিছু সেবা চালু হয়েছে, যেমন- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ জমা, উত্তোলন, রেমিটেন্স বিতরণ, বিল পরিশোদ এবং ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি প্রদান ইত্যাদি। এটি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ, বিনিয়োগ, দৈনিক বিক্রয়ের আয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক লেনদেনের সুযোগ করে দিয়েছে।

উদাহরণ

মোবাইল ব্যাংকিং এর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত উদাহরণ হলো এম-পেসা যা ২০০৭ সালে কেনিয়াতে শুরু হয়েছিল। ২০১৩ সালে মোট জিডিপির ৪৩ ভাগ অর্থ এসেছে এম-পেসা থেকে, যা ২৩৭ মিলিয়ন জনগণের আর্থিক লেনদেন থেকে অর্জিত হয়েছিলো।[৩৮] এম-পেসার মাধ্যমে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তৈরী হয়েছিলো যারা তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন, জমা প্রভৃতি কাজে সহায়তা করত। এম-পেসার সফলতার পরে বিশ্বের অনেক দেশেই মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু হয়েছে তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার "স্মার্ট মানি" অন্যতম যা বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্রাহক (৮.৫ মিলিয়ন, এম পেসার পরে)। তার বেশীর ভাগ ব্যবহারকারী ফিলিপাইনের মহিলা অভিবাসী শ্রমিক। তারা স্মার্ট মানি ব্যবহার করে বাড়ীতে অর্থ পাঠায়।[৩৯] আরেকটি সফল মোবাইল ব্যাংকিং এর নাম হলো "কুইক ক্যাশ" যা আইভোরি কোষ্ট ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান প্যাট্রিসিয়া জাউন্ডি ইয়াও কর্তৃক পরিচালিত (কেস স্ট্যাডি-৩ দেখুন)।

কেস স্ট্যাডি ৩

আইসিটির মাধ্যমে দ্রুত অর্থসংস্থান[৪০]

2010 সালে আইভোরি কোষ্টের প্যাট্রিসিয়া জাউন্ডি ইয়াও কর্তৃক কুইক ক্যাশ নামক একটি অর্থ স্থানান্তর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় যা আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর সহজতর করে।

[38] Daniel Runde, "M-Pesa and the Rise of the Global Mobile Money Market", Forbes, 12 August 2015. Available from http://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/08/12/m-pesa-and-the-rise-of-the-global-mobile-money-market/.

[39] ESCAP, Fostering women's entrepreneurship in ASEAN: Transforming prospects, transforming societies (Bangkok, 2016).

[40] QuickCash. Available from http://quickcashci.com/v2/index.php/en/; International Labour Organization, "Women entrepreneurs: From market seller to managing director in Côte d'Ivoire", 16 March 2015. Available from http://www.ilo.org/global/ about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_346457/lang--en/index.htm; and La Rédaction, "Business competition: Ivorian Zoundi Patricia rewarded for her QUICKCASH project", Africa Top Success, 29 April 2014. Available from http://www. africatopsuccess.com/en/2014/04/29/business-competition-ivorian-zoundi-patricia-rewarded-for-her-quickcash-project/.

কুইক ক্যাশের পিছনে প্রেরণা

জাউন্ডি ইয়াও তার মায়ের হাত ধরে ব্যবসার জগতে আসে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ার সময় ছুটিকালীন সময়ে তিনি তার মায়ের সাথে আইভোরি কোষ্টের গ্রামে গ্রামে পণ্য বিক্রয় এবং ব্যবসার মৌলিক বিষয়গুলো শেখার জন্য বেড়িয়েছেন। তিনি ফলের রস (আদা ও তেতুল), প্লাস্টিকের বালতি, শিশুদের কাপড়, স্কুলের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস এবং ফোন কার্ড বিক্রি করেছেন। যখন তার মা মারা গেল জাউন্ডি ইয়াও ব্যবসাটি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তিন বছর পর তার চাচা একটি সুপরিচিত বহুজাতিক কোম্পানী ও একটি স্থানীয় ব্যাংকের সহায়তায় অর্থ স্থানান্তরের ব্যবসা করার জন্য জাউন্ডিকে পরামর্শ ও সহযোগীতা করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই একটি অর্থ স্থানান্তর কোম্পানী গড়ে তুলেন।

আইসিটির ভূমিকা

তিনি লক্ষ্য করলেন বিদ্যুৎ এর অভাবে ইন্টারনেট প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলগুলোতে প্রচলিত অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমে কোন কাজ করতে পারছে না। একটি সমাধান খুঁজতে তিনি 2010 সালে গ্রামীন এলাকায় অর্থ স্থানান্তর সহজতর করার জন্য কুইক ক্যাশ প্রতিষ্ঠা করেন।

চ্যালেঞ্জ

ঋণ গ্রহণের জন্য নোটারি ফি দেওয়ার জন্য প্যাট্রেসিয়ার হাতে কোন টাকা ছিল না। তার নিজের হিসাব অনুযায়ী এটা দিয়ে শুরু করা খুব কঠিন ছিল "আমরা অফিসের জন্য ঘড় ভাড়া করতে না পেরে বাড়ীতে শেডে কাজ করতাম এবং আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে আমি এখান থেকে আয় করতে পারব।" তিনি আরও বলেন, আমি চিন্তা করি কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার ঋণ প্রয়োজন, আর ঋণ পেতে হলে প্রয়োজন নোটারী ফি পরিশোধ করা। আমি 60,000 সি এফ এ ফ্রাঙ্ক (প্রায় 100 মার্কিন ডলার) দিয়ে একটি পুরাতন কম্পিউটার এবং 10,000 সি এফ এ ফ্রাঙ্ক (প্রায় 17 ডলার) দিয়ে একটি মোবাইল ফোন কিনি। নতুন কোম্পানীটিও প্রতিযোগিতার সাথে টিকে থাকার মতো সামর্থ্যবান ছিল।

স্থানীয় ভাবে আইসিটি'র মাধ্যমে সমাধান

তার কোম্পানীর কার্যকারিতা, সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য জাউন্ডি ইয়াও ও তার দল একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল। তার দলকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সে একটি কোর্স পরিচালনা করত যারা তাকে নিবিড়ভাবে সহযোগীতা করত। তিনি বলেন "প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়া, আপনার একার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারবেন না। এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে।" বর্তমানে তার কোম্পানীর উন্নতি হচ্ছে এবং পুরো আফ্রিকাতে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৪ সালে আইভোরি কোষ্টের জেনারেল কনফেডারেশন ও এন্টারপ্রাইস জাউন্ডি ইয়াওকে ১০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক (প্রায় ১৭,০০০ ডলার) অর্থ স্থানান্তর করার জন্য পুরস্কৃত করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের কারণে সে অন্যান্য কোম্পানী থেকে তহবিল পেয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

ক্রাউড ফান্ডিং (ব্যাপক বিনিয়োগ)

যেকোন আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও ভৌগলিক অবস্থানের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রক্রিয়া একটি বিরাট আবিষ্কার। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাপক বিনিযোগ প্রক্রিয়া সুবিধাজনক এবং জনপ্রিয়। বিভিন্ন অনলাইন ব্যাপক বিনিয়োগ (ক্রাউড ফান্ডিং) প্লাটফর্মের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা বিশ্বব্যাপী তাদের উদ্যোগ সম্পর্কিত যোগাযোগ করতে পারে তেমনি তাদের উদ্যোগের ধারণাগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আর্থিক অংশীদার বা বিনিয়োগকারী খুজে নিতে পারে। প্রচলিত অর্থসংস্থান যেমন ঃ নিজস্ব তহবিল, আত্নীয়ের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের চাইতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্লাটফর্মের মাধ্যমে খুব দ্রুত একজন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু নারীরা সাধারণত মুলধন সুরক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থার মুখোমুখি হয় তাই ক্রাউড ফান্ডিং তাদেরকে সফল করতে সহায়তা করছে। বড় বড় আন্তর্জাতিক ক্রাউড ফান্ডিং সাইটগুলো পুরুষ উদ্যোক্তার চাইতে নারী উদ্যোক্তারা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিক সফল।[৪১] অন্য কিছু ক্রাউড ফান্ডিং সাইটে দেখা যায় নারী ও পুরুষ তহবিল সংগ্রহের সাফল্যের হার প্রায় সমান। বার্কলে হাছ স্কুল অফ বিজনেস এবং কেলোগ স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট এর মতে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভালভাবে তাদের কার্যক্রমগুলো উপস্থাপন করতে পারে। মূলতঃ সে কারণেই অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিকতর সফল হয়ে উঠছে।[৪২]

উদাহরণ

জাপানে ক্রাউড ফান্ডিং নারীদের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে উঠেছে ২০১৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করেছে এমন নারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশী। রেডিফর নামক একটি সাইট এর মতে নারীদের দ্বারা ক্যাফে, কমিউনিটি স্কুল, মেডিকেল ডিভাইস এবং বিকল্প বিদ্যুৎ এর ধারণা পোষ্ট করা হয়েছে।[৪৩]

৪.১.২ ব্যবসায়িক যোগাযোগে আইসিটির ব্যবহার

অনেকগুলি আইসিটি সরঞ্জাম এবং আইসিটি ভিত্তিক সমাধানগুলির মধ্যে মোবাইল ফোন, নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরঞ্জাম। বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের চেয়ে মোবাইল ব্যবহারকারী নারীর সংখ্যা বেশী। আইসিটি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সেবা ও কৌশল সমূহকে আরও বেশী সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। মোবাইল টেলিফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ নারী উদ্যোক্তাদের সোশ্যাল মিডিয়া, বিজলিস হটলাইন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি, পেশাদারী জ্ঞান, দক্ষতা, তথ্যভাগাভাগি বা অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বিকাশে সহায়তা করে। আইসিটি ব্যবহারে

[41] Chris Tyrrell, "Crowdfunding is Changing the Female Entrepreneurial Landscape", Crowdfund Insider, 15 July 2015. Available from http://www.crowdfundinsider.com/2015/07/71191-crowdfunding-is-changing-the-female-entrepreneurial-landscape/.

[42] Geri Stengel, "Ensuring Equity Crowdfunding Lives Up to Its Promise for Women Entrepreneurs", Turnstone, 6 May 2015. Available from http://myturnstone.com/blog/ensuring-equity-crowdfunding-lives-promise-women-entrepreneurs/.

[43] Leo Lewis, Female entrepreneurs flock to crowdfunding site in Japan, Financial Times, 8 January 2016. Available from http:// www.ft.com/cms/s/0/626d26dc-b531-11e5-8358-9a82b43f6b2f.html#ixzz473PdvzyE.

যৌন নির্যাতনমূলক তথ্যের ঘাটতির কারণে নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং আইসিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের জীবনে কিভাবে আইসিটির ব্যবহার ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে তা ভালভাবে বুঝাতে পারছে না।

৪.১.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য আইসিটি

অনেক দেশে সরকার "জাতীয় ই-সরকার" কর্মসূচীর মাধ্যমে আইসিটি এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নাগরিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে। কিছু দেশের সরকার অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরী করেছে যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং অন্যান্য উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তারা সরকারের বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ এবং নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে এশিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তারা এই ধরনের অনলাইন প্লাটফর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে না।

৪.২ আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ

নতুন ব্যবসা মডেল তৈরী এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনীমূলক ধারণা তৈরীতে আইসিটিভিত্তিক উদ্যোগগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নারী উদ্যোক্তা এবং আইসিটি সংক্রান্ত একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত ।[৪৪]

- হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং টেলিযোগাযোগ পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।
- ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং ই-লার্নিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- আইসিটি সম্পর্কিত সেবা যেমন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

উদাহরণ

আইসিটি ভিত্তিক নারী উদ্যোগের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো গ্রামীন ব্যাংকের গ্রামীন ফোন প্রকল্প। গ্রামীন ফোন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোবাইল ফোন ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এই "গ্রামীন ফোন নারী" মডেলটি ইন্দোনেশিয়া, রুয়ান্ডা এবং উগান্ডায় ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে সংযোগ ছাড়াও এই প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ক তথ্য সরবরাহের কাজে সহযোগিতা করছে।[৪৫]

[44] World Bank, Female Entrepreneurship: Program Guidelines and Case Studies. Available from http://siteresources.worldbank. org/EXTGENDER/Resources/FemaleEntrepreneurshipResourcePoint041113.pdf.

[45] Grameen Bank, "Village Phones", 23 February 2012. Available from http://www.grameen-info.org/village-phones-2/.

অনুশীলন

আপনি নিজে অথবা আপনার সহকর্মীদের সাথে নিয়ে নিচের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন ঃ

- আপনার এলাকায়/দেশে নারী নেতৃত্বাধীন কোন আইসিটিভিত্তিক উদ্যোগ আছে কি ?
- যদি থাকে তাহলে তা কোন সেক্টরে ?
- এই উদ্যোগগুলি আপনার এলাকাতে নারীদের মধ্যে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে কি ?

৪.৩ আইসিটিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাঁধা সমূহ

৪.৩.১ শিক্ষার অভাব

আইসিটি শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। জটিল কিছু আইসিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নারী ব্যবহারকারীদের নূন্যতম শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যেমন- মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, অনলাইন ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট বিশেষ করে যেসকল নারীর মধ্যে সামান্য শিক্ষা অথবা কোন শিক্ষাই নাই তাদের জন্য বিষয়টি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষার অভাব বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত, আইসিটি সম্পর্কিত ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। একারণেই আইসিটি ব্যবহারকারী নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও বিনিয়োগ প্রসারের জন্য প্রয়োজন তাদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি।[৪৬]

৪.৩.২ আইসিটি শিক্ষা অর্জনে বাঁধা সমূহ

একা শিক্ষা অর্জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে আইসিটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে না। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন, বিশেষ করে ব্রডব্যান্ড সংযোগ সর্বত্র সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। মোবাইল ফোন এবং স্মার্ট ফোন সহজলভ্য করে তোলা এবং সর্বত্র সহজে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার ও ওয়াইফাই কভারেজ তৈরী করা, যেভাবে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

৪.৩.৩ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অভাব

আরেকটি প্রধান বাঁধা হলো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং তথ্যসমূহ তাদের স্থানীয় ভাষায় না হওয়া। যদি আইসিটি ডেভলপাররা নারীদের জন্য সহজ, নিরাপদ এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান না দিয়ে আসেন তাহলে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তা ব্যবহার উপযোগী হবে না। উদাহরণস্বরূপ অশিক্ষিত নারীদের জন্য মৌখিক পরামর্শ সমাধান হতে পারে।উদাহরণ ভারতের গুজরাটে ১৮০০ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। যা দ্বারা একটি নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন স্থানীয় কৃষকদের নিকট থেকে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়, প্রক্রিয়াজাত এবং বিক্রয় করে। নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য গবেষণার মাধ্যমে এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরী করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে অধিকাংশ

[46] Tina James (ed.), Ronel Smith, Joan Roodt, Natasha Primo and Nina Evans, Women in the Information and Communication Technology Sector in South Africa, July 2006.

নারীদের নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি নারী ও উদ্যোক্তাদের এসএমএসের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে অর্ডার দিতে সহায়তা করে, যেখানে পূর্বে এই অর্ডার দিতে নারীদেরকে ডিপো থেকে সংগ্রহস্থল পর্যন্ত যেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো, আবার পণ্য সংগ্রহের জন্য পুনরায় যাত্রা করতে হতো। মোবাইল এ্যাপটির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা মোট অর্ডার গ্রহণ, বিক্রি এবং মোট অর্থ প্রদানের তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্ট করে।[৪৭]

৪.৩.৪ বিভিন্ন ধরনের আইসিটির ব্যবহার

সাধারণত নারীদের পুরুষের তুলনায় সম্পদে কম প্রবেশাধিকার রয়েছে। দূর্ভাগ্যবশতঃ এই অভ্যাসটি প্রযোজ্য। আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নারীদেরকে আইসিটির ব্যবহার এবং আইসিটি নির্ভর অর্থনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা।[৪৮] উপরন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের প্রতি সহনশীল ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে মোবাইল ফোন ও আইসিটির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।[৪৯] যেহেতু আইসিটির ব্যবহার নারীকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করে, তাই জেন্ডার সমতা ও বৈষম্যদূরীকরণে আইসিটির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৫০]

ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিয়ে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে,[৫১] "শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের জন্য ইন্টারনেট তাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে খুব বেশী কাজে আসছে না। গবেষণায় দেখানো হয়েছে ৯৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৯৮ শতাংশ নারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহার করে। তবে বেশীর ভাগ মহিলা ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা ফেসবুকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, তারা ইন্টারনেটকে কিভাবে নিজের কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে জানে না।"

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ফেসবুকের মতো সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে নারী উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কগুলি সম্প্রসারণ নাও হতে পারে। গবেষণামতে শহরের দরিদ্ররা অফলাইনে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর সুযোগ সুবিধা জানার জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহার খুব কম জানে। মাত্র ১৭ শতাংশ নারী এবং ২৪ শতাংশ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সক্রিয়ভাবে তথ্য, অধিকার, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন প্রকল্প গুলির তথ্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে।

[47] Saloni Korlimarla, "The Difference an App Makes", Cherie Blair Foundation for Women, 5 April 2016. Available from http:// www.cherieblairfoundation.org/2016/04/05/the-difference-an-app-makes/.

[48] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, "Enhancement of Literacy in Afghanistan". Available from http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=143, 2013

[49] Anita Gurumurthy and Nandini Chami, Gender equality in the information society: A review Of current literature and recommendations for policy and practice, March 2014

[50] Sarah Hossain and Melanie Beresford, "Paving the Pathway for Women's Empowerment? A Review of Information and Communication Technology Development in Bangladesh", Contemporary South Asia, vol. 20, no. 4 (December 2012), pp. 455–469.

[51] World Wide Web Foundation, "The Internet as a game changer for India's marginalized women – going back to the 'Real Basics'", 20 October 2015. Available from http://webfoundation.org/2015/10/India-Womens-Rights-Online/.

৪.৩.৫ অনলাইন / অফলাইন ঝুঁকি

নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য আইসিটি ব্যবহারকারী নারীদের মানবাধিকারের বিরূদ্ধে সংগ্রাম ছাড়াও আইসিটিতে সাইবার হয়রানি, হ্যাকিং করা, গোপনীয়তা লংঘন, আই ডি চুরি, সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে প্রতিহিংসামূলক অশ্লীলতা ছড়ানো ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আইসিটি সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন খুব বেশী কার্যকর ও সক্রিয় নয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ডিজিটাল রাইটস ফাউন্ডেশন[৫২] এবং এসোসিয়েশন ফর প্রগ্রেসিভ কমিউনিকেশনস[৫৩] নামক দুটি সংস্থা সক্রিয়ভাবে নারীর আইসিটি ভিত্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। তবে এই অঞ্চলে আইসিটি অপরাধ দমনের আইন সংস্কারে ধীর গতি লক্ষ্য করা যায়।

[52] http://digitalrightsfoundation.pk/

[53] Association for Progressive Communications, “End violence: Women’s rights and safety online”. Available from https://www.apc.org/en/projects/end-violence-womens-rights-and-safety-online.

উইমেন ইন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ

একটিভিটি শীট

নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি ব্যবহারের বাঁধাসমূহ সনাক্তকরণ

অংশগ্রহণকারী ঃ
৩০ জন

সময় ঃ
৪৫ মিনিট

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- পোষ্টার পেপার - ৩টি
- মার্কার - ৩টি
- মাস্কিন টেপ

ভূমিকা ঃ

উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি নতুন ধারণা তৈরি করেন অথবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নারী উদ্যোক্তারা ব্যবসা এবং আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

উদ্দেশ্য ঃ

নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসার চ্যালেঞ্জসমূহ এবং আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ সম্পর্কে জানা।

ধাপসমূহ ঃ

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনটি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলকে একটি টেবিলে বসতে বলুন।

২. প্রতি টেবিলে একটি করে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দিন।

৩. এবার তিনটি দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে লিখতে বলুন।

- ১ম দল ঃ নারী উদ্যোক্তাদের কি কি চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখী হতে হয় (যেমন- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক) তা লিখতে বলুন।
- ২য় দল ঃ নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি ব্যবহারের বাঁধাসমূহ কি কি ?
- ৩য় দল ঃ আইসিটি ব্যবহার করে কি কি কাজ করা যায়?

৪. সকলের লেখা শেষ হলে পোষ্টার পেপারগুলো সামনের দেয়ালে লাগিয়ে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন

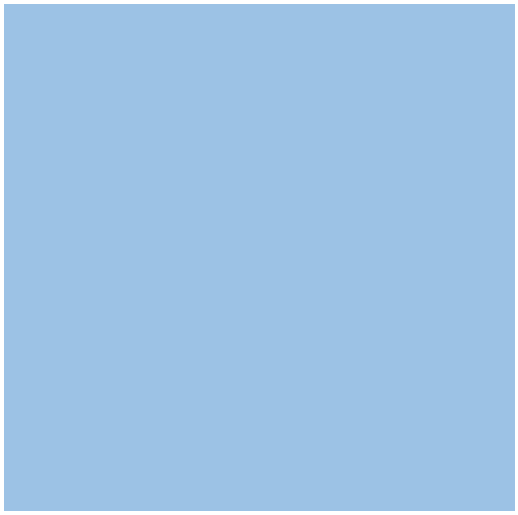

শেষে কেউ কোনো কিছু যোগ করতে চাইলে সুযোগ দিন।

৫. অত:পর অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন-

- ব্যবসায় আইসিটি ব্যবহারের সুবিধাগুলো কি কি?
- আইসিটি ব্যবহারের বাঁধাসমূহ দূর করার উপায় কি কি?
- উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ এর জন্য কি প্রয়োজন?

৬. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটিভিটি শেষ করুন।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID)

৪.৪ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আইসিটির অনুকূল পরিবেশ

৪.৪.১ মানুষের ভূমিকা

নারী উদ্যোক্তাদের সফল ভাবে আইসিটি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা। নারীকে ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটি ব্যবহার করে উদ্যোক্তা তৈরীর খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারীকে নতুন প্রযুক্তির বিশ্বাস স্থাপন করতে সাহায্য করা এবং তথ্য প্রযুক্তিতে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা। কোন সংগঠন বা নীতিমালার লক্ষ্য অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক এবং ভূ-রাজনৈতিক ভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদেরকে আইসিটি কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার জন্য ঐ এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে আইসিটি পরিবেশ পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অতএব, আইসিটি এবং সংশ্লিষ্ট সেবাগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ এবং নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শেখার প্রক্রিয়া সহজতরকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ

D Net বাংলাদেশের একটি সামাজিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান। যা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের "ইনফোলেডি"দের প্রশিক্ষণ ও অন্য সেবা প্রদান করে আসছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি সংক্রান্ত তথ্য দ্বারা সজ্জিত ল্যাপটপ/নোটবুক এবং সাইকেল নিয়ে ইনফোলেডিরা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য ভ্রমন করে। এই গ্রামগুলিতে ইনফোলেডিরা নারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। এই ইনফোলেডিরা সামাজিক ভাবে বিশ্বস্ত এবং সম্মানিত।[৫৪]

৪.৪.২ আইসিটি ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ স্থান

অনলাইন এবং অফলাইন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশই আইসিটিকে কার্যকর করে তুলতে পারে। পূর্বে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, সন্ত্রাসের ঝুঁকি এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি নারীর অগ্রগতিকে বাঁধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। আইসিটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করে যা নতুন সহযোগীতার নেটওয়ার্ক ও উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ তৈরী করে। আইসিটির মাধ্যমে নারীরা তাদের জীবিকায়নের জন্য শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন, যোগাযোগ এবং সম্পদে প্রবেশাধিকারের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

উদাহরণ

আফগানিস্থানে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচারণের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, চাকরির খোঁজ প্রভৃতি খুবই বিপদজনক হয়ে উঠে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাদের বাড়ী থেকে বের হওয়াটাই বিপদজনক।আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে নারীদের শুধুমাত্র সাইবার ক্যাফে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর সাহায্যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। এই অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে আফগাননারীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের নিজস্ব

[54] Infolady. Available from http://infolady.com.bd/.

ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। বর্তমানে আফগানিস্তানে নারীদের দ্বারা পরিচালিত ই-কমার্স সাইট চালু আছে।[৫৫]

৪.৪.৩ সহায়ক নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ ঃ

আইসিটি ব্যবহার করে নারী উদ্যোক্তাদের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দেশে সক্রিয় নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ প্রয়োজন। শ্রম আইন, ব্যবসা নিবন্ধীকরণ, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইন, কপিরাইট এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য এই সহায়ক ও সুসঙ্গত কাঠামো প্রয়োজন।

উদাহরণ

ভারতের কিছু স্থানীয় সরকার পরিচালিত আদালত কর্তৃক তরুণ ও অবিবাহিত মেয়েদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিলো। ২০১৩ সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী এই রকম নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। তথ্য ও প্রযুক্তির দ্রুত বর্ধনশীল এই যুগে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এই ধরনের আইনি সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৪.৪ অপার সম্ভাবনাময় এবং নতুনত্ব

আইসিটি শুধুমাত্র ব্যবসাকে লাভজনক ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে না, এটি আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং, মাইক্রো ওয়ার্ক এবং সোশ্যাল আউটসোর্সিং যা বাণিজ্যিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা উভয়ই পূরণ করে সরকারের ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির সুযোগ বৃদ্ধি করে।[৫৬]

উদাহরণ

বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণ নারী পেশাদারদের মধ্যে ফ্রিন্যাসিং এবং মাইক্রো ওয়ার্ক ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০১০ সালে এই কাজগুলি শুরু হয়, বর্তমানে ক্রমবর্ধমান নারীরা পেশাদার ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিয়মিত কাজ করছে। উপরন্তু কিছু পুরাতন ও অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্সার তাদের নিজস্ব কোম্পানী খুলে বড় বড় অর্ডার নিয়ে ক্লায়েন্টদের সরবরাহ করছে।[৫৭]

অনুশীলন

আপনি নিজে অথবা সহকর্মীসহ নিচের বিষয়গুলি অনুসরণ করুন-

- আপনার মতে, আইসিটি ব্যবহার করে আপনার দেশে কি কি অপার সম্ভাবনাময় সেক্টর রয়েছে ?
- আপনার দেশে কি নারী ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে ?

[55] S. N. Amin, V. Ganepola, F. Hussain, S. Kaiser and M. Mostafa, "Impact of conducting gender research on the researchers in the context of Muslim communities in developing countries", in Journal Advances in Gender Research: Special Issue on "At the Centre: Feminism, Social Science and Knowledge", vol. 20., M.T. Segal, ed. (Emerald, USA, 2015).

[56] United Nations Conference on Trade and Development, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance (New York and Geneva, 2012). Available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf.

[57] Asif Onik, "Netting the online money", New Age Youth, 8 November 2015. Available from http://youth.newagebd.net/1395/ netting-the-online-money/.

নিজেকে পরীক্ষা করুন

- আইসিটি কি ?
- আইসিটি কিভাবে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে ?
- নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি ব্যবহারে প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ কি কি ?

প্রধান বার্তা

- নারী উদ্যোক্তারা ব্যবসা উন্নয়নের জন্য আইসিটিকে একটি কার্যকর প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।
- সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব, দূর্বল প্রবেশাধিকার এবং বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা উদ্যোক্তা ও আইসিটির সমন্বয় সাধনে প্রধান অন্তরায়।
- সঠিক ডিজাইন, অংশগ্রহণমূলক নীতিমালা তৈরী এবং নতুন উদ্যোগ নারী উদ্যোক্তাদের বাধা দূরীকরণ এবং ব্যবসাকে সফল করে তুলতে পারে।

৫. সারসংক্ষেপ

আমরা এই মডিউলে লক্ষ্য করেছি যে, উদ্যোগ নারীকে ক্ষমতায়ন করতে পারে এবং এক্ষেত্রে আইসিটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। একাধিক উদাহরণ এবং কেস স্ট্যাডির মাধ্যমে আমরা একটি সক্রিয় পরিবেশের আভাস পেয়েছি যে আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরী করতে পারে। মডিউলটিতে অনুশীলন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে আইসিটি সম্পর্কিত সার্বিক অবস্থা এবং তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে পারবে। মডিউলটি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মডিউল W 1 ঃ আইসিটি ব্যবহার করে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং মডিউল W 2 ঃ আইসিটি ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা।এই মডিউল ২টি আইসিটি সরঞ্জাম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে যা নারী উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে।

সংযুক্তি সমূহ

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা

মডিউল C2 ঃ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা নিয়ে আলোচনাটি শ্রোতা বিবেচনায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকদের ক্ষেত্রে একরকম আবার জাতীয়ভাবে তা ভিন্ন রকম হতে পারে। মডিউলটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন ও অফলাইনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মডিউলটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অফিসে ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের ধরণ এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল বিবেচনায় উপস্থাপনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। মডিউলটি কার্যকর ভাবে উপস্থাপনের জন্য কিছু ধারণা ও পরামর্শের জন্য নীচের "নোট" টি অনুসরণ করুন।

প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং পদ্ধতি ঃ

এই মডিউলটিতে নারী উদ্যোক্তাদের সামগ্রিক ভাবে ক্ষমতায়নের জন্য কিভাবে আইসিটিকে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, উদ্যোক্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অতপর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং বিশ্বব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মধ্যে সম্পর্কগুলো দেখানো হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রধান বাঁধা ও অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কিত সমাজ ও সংস্কৃতি, নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, অর্থ ও ঋণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
তৃতীয়ত, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট বাঁধাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী

মডিউলটি নারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মী বা গবেষকদের জন্য কাজে লাগবে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী হলো- মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতা, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, পরিকল্পনাকারী, বিশ্লেষক এবং উন্নয়নকর্মী। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগকারী, আইসিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শ্রোতা হতে পারে। মডিউলটি সুশীল সমাজ যেমন- শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও বেসরকারী সংস্থার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা এবং আইসিটি সম্পর্কিত উন্নয়ন সংস্থার জন্য খুবই সহায়ক।
মডিউলটি C2 টি গ্রহণযোগ্য। আমরা এই মডিউলটিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সফল উদ্যোক্তা নিশ্চিত করনের পথে যেমন- বহুবিধ বাঁধা দেখতে পাই তেমনি অপার সম্ভাবনাও দেখতে পাই। অনেক দেশ ও অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু তথ্য ও উদাহরণ রয়েছে যা শ্রোতা বিবেচনায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। মডিউলে উল্লেখিত কিছু গবেষণা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যা শ্রোতাদের আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সেশন প্লান

শ্রোতার ধরন, সময় এবং স্থানীয় অবস্থার বিবেচনায় মডিউলটি বিভিন্ন কাঠামোগত সময়ে উপস্থাপিত হতে পারে।

সময় অনুযায়ী সেশন প্ল্যানটি কেমন হতে পারে নিচে লক্ষ্য করুন। প্রশিক্ষক শ্রোতার ধরন অনুযায়ী সেশন প্লান তৈরী করবেন যাতে আমন্ত্রিত শ্রোতাদের সহজে বোধগম্য হয়। মডিউল C2 খুব ভাল একটি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তৈরী করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে কেননা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেস স্ট্যাডি-৩ তাদের নিজস্ব মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৯০ মিনিট সেশনের জন্য

মডিউলটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। আপনার কর্মশালার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত মডিউলটির প্রত্যেকটি বিভাগের শিরোনামগুলো পড়ুন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর উপর বেশী জোর দিন। আপনি মডিউলটির বিশেষ বিভাগের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারেন, যেমন- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা। যদি অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা হয় তাহলে প্রশিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বেশী সময় দিতে হবে ঃ

- নারী উদ্যোক্তা সম্পর্কিত কেস স্ট্যাডি।
- আইসিটি সংক্রান্ত উদ্ভাবন (উদ্যোক্তাদের জন্য সরঞ্জাম ও অ্যাপ্লিকেশন) যদি অংশগ্রহণকারীরা নীতিনির্ধারক হয় তাহলে প্রশিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বেশী সময় দিতে হবে ঃ
- সফল নারী উদ্যোক্তা সম্পর্কিত কেস স্ট্যাডি।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ।
- সফল কাহিনী এবং চ্যালেঞ্জ।
- আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় নীতি/নিয়ন্ত্রক অনুশীলন
- আইসিটির ভূমিকা।

তিন ঘন্টার জন্য সেশন

নব্বই মিনিট সেশনের চাইতে এখানে বেশ কয়েকটি বিভাগের উপর বেশী সময় ব্যয় করতে হবে। অংশগ্রহনকারীর ধরন বিবেচনা করে আপনি মডিউলটি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারেন অথবা মডিউলটির নির্দিষ্ট কিছু বিষয়গুলিকে ফোকাস করতে পারেন।

তিন ঘন্টার সেশনকে আপনি ৯০ মিনিট করে ২ ভাগে ভাগ করতে পারেন ঃ

- প্রথম অধিবেশনে মডিউলের ১ম ও ২য় অংশ অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন এবং সেই সাথে কেস স্ট্যাডি, দলীয় কাজ এবং "গ্লোবাল ইন্টারপ্রেনিউরশীপ মনিটর" এর নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক নির্দিষ্ট কোন দেশের উপর আলোচনা করা যেতে পারে।
- দ্বিতীয় অধিবেশনে মডিউলের ৩য় অংশ অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন, এবং সেই সাথে কেস স্ট্যাডি, দলীয় অনুশীলন এবং নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলভিত্তিক আইসিটির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ে আলোচনা। মডিউলের অনুশীলনগুলো অনুযায়ী দলীয় অনুশীলন করতে দিন।

অংশগ্রহণকারীদের ধরণ বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত কেস স্ট্যাডি এবং দলীয় অনুশীলনগুলো বিভিন্ন ভাবে করান। উদ্যোক্তা অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরও নারী নেতৃত্বাধীন সফল উদ্যোক্তা এবং আইসিটি ব্যবহারের উদাহরণ দিন। অংশগ্রহণকারী যদি নীতি নির্ধারক হয় তাহলে নীতিমালা, উদ্যোক্তা এবং আইসিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে ফোকাস করুন।

পূর্ণ দিবস সেশনের জন্য (ছয় ঘন্টা ব্যাপী)

- সকালবেলার সেশনে অংশগ্রহণকারীদের ধরন এবং কর্মশালার বিষয় বিবেচনা করে প্রতিটি অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। উদ্যোক্তাদের জন্য ৩ ঘন্টার সেশনের মতই মডিউলের ৩টি অধ্যায় থেকে নারী উদ্যোক্তা এবং আইসিটির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন। আবার অংশগ্রহণকারী যদি নীতি নির্ধারক শ্রেণীর হয় তাহলে নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ে আলোচনা করুন।
- বিকালের সেশনে কেস স্ট্যাডি সম্পর্কিত আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর পর্ব এবং চিন্তাভাবনা অনুশীলন করুন। উদ্যোক্তা অংশগ্রহণকারীদের জন্য, উদ্যোক্তা বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে প্রধান বাঁধাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে সহযোগীতা করুন। অংশগ্রহণকারী যদি নীতিমালা প্রণয়নকারী হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান নীতিমালা ও নারী উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা এবং SWOT নিয়ে বিশ্লেষণ[৫৮] করুন। উভয় প্রকার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আইসিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের তালিকা তৈরী এবং আইসিটি ব্যবহারে কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তার উপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রয়োজন।
- পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং দলীয় আলোচনাকে উৎসাহিত করুন।

মডিউল C2 তে অংশগ্রহণ

- মডিউলটি স্ব-গবেষণা এবং শ্রেণী কক্ষে বিতরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সুতরাং, মডিউলটির প্রতিটি বিভাগে শিক্ষার ফলাফলের একটি বিবৃতি দিয়ে শুরু করেন, মূলপয়েন্টগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শেষ করুন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য পুরো মডিউলে ব্যবহৃত শিক্ষার ফলাফল ও মূলপয়েন্টগুলির সারাংশকে ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিটি বিভাগের আলোচনা, প্রশ্ন এবং ব্যবহারিক অনুশীলনগুলি একজন শিক্ষার্থী অথবা প্রশিক্ষক দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রশ্ন এবং অনুশীলনগুলি অংশগ্রহণকারীরা যাতে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে পারে সেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

[58] SWOT analysis is an acronym for strengths, weaknesses, opportunities and threats, and is a structured planning and evaluation method. See https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis.

লেখক সম্পর্কে ঃ

ফাহিম হোসেনের ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ICTD) এর উপর গবেষণা, বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা এবং প্রযুক্তি নীতিমালা পরামর্শ প্রদানে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে তিনি কোরিয়ার ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (SUNY) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি এবং সমাজ বিভাগের এক সহকারী অধ্যাপক, এর আগে তিনি কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার ক্যাম্পাস এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ইন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড পাবলিক পলিসিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার বর্তমান গবেষণায় আইসিটিডি, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারী নীতিমালা, সামাজিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেট স্বাধীনতা বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত। তিনি একাধিক জাতিসংঘ অন্তর্ভূক্ত সংস্থা (যেমন, ইউএন-এপিসিআইসিটি এবং ইউএনডিপি), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (যেমন- ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং আইডিআরসি) এবং আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা (যেমন- ফ্রিডম হাউস এবং লার্ন এশিয়া) সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রকল্পে প্রযুক্তি নীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে জড়িত।

UN-APCICT

দি ইউনাইটেড ন্যাশনস এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি) ইউনাইটেড নেশনস ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক (ইএসসিএপি) এর একটি সহায়ক সংস্থা। ইউএন-এপিসিআইসিটি, ইএসসিএপি (ESCAP) এর সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে আইসিটি ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনগণ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তুলছে। ইউএন-এপিসিআইসিটি (UN-APCICT) নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করে ঃ

- ট্রেনিং - নীতিমালা প্রণয়নকারী ৫ আইসিটি পেশাজীবিদের আইসিটি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আইসিটি প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি জোরদার করা।
- গবেষণা - আইসিটিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পরিচালনা।
- উপদেষ্টা ঃ ইএসসিএপি (ESCAP) সদস্য এবং সহযোগী সদস্যদের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অ্যাডভাইজারী সেবা প্রদান।

ইউএন-এপিসিআইসিটি কোরিয়ার ইনচিয়ন এ অবস্থিত।

http://www.unapcict.org

ESCAP ঃ

ESCAP হলো জাতিসংঘের আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এটি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতিসংঘের প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো ৫৩ সদস্য ও ৯ টি সহযোগী সদস্যদের মাঝে সহযোগীতা জোরদার করা। ESCAP বিশ্বব্যাপী এবং দেশের কার্যক্রমগুলিতে কৌশলগত লিঙ্ক সরবরাহ করে। এটি আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য সকল দেশের সরকারগুলোকে সহায়তার পাশাপাশি একত্রিত করে।

ESCAP অফিসটি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত।

http://www.unescap.org